CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 12 July 2022 ■ আগরতলা ১২ জুলাই ২০২২ ইং ■ ২৭ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অশোক স্তম্ভ

সোমবার নয়াদিল্লীতে নির্মীয়মান নতুন সংসদ ভবনে অশোক স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

রাজ্যে ৩৭ জন করোনা আক্রান্ত নিরুদ্দেশ জটিল পরিস্থিতি, আজ থেকে মাস্ক বাধ্যতামূলক

চব্বিশ ঘণ্টায় আক্রান্ত ২২, সক্রিয় বেড়ে ১২২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। করোনার দৈনিক সংক্রমণে ক্রমাগত বৃদ্ধিতে আবারও মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করেছে ত্রিপুরা সরকার। আগামীকাল থেকে সকলকেই মাস্ক পরিধান করতেই হবে। আদেশ অমান্য হলে এখনই জরিমানা করবে না প্রশাসন। কারণ সপ্তাহব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধিতে জোর দেবে ত্রিপুরা সরকার। পাশাপাশি ভীড় এলাকায় গণ হারে করোনার নমুনা পরীক্ষা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্যও জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। অবশ্য, করোনা মহামারী জেনেও কিছু মানুষের দায়িত্ববোধের অভাব এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, গত এক সপ্তাহে ৩৭ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলছে না। তাঁরা মোবাইল নম্বর ভুল দেওয়ায় সংক্রমণের খবর তাঁদের দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, তাঁরা আরও সাধারণ মানুষের মধ্যে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে দিচ্ছেন, এমনটা মনে করা ভুল হবে না। স্বাস্থ্য দফতর তাঁদের দ্রুত খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে বলে আশ্বস্ত করেছেন কোবিড স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা: দ্বীপ কুমার দেববর্মা।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন রাজস্ব ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারীকরা। ছবি নিজস্ব।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দফতরের অতিরিক্ত সচিব বলেন, করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যভিত্তিক টাস্ক ফোর্স মুখ্য সচিবের পৌরহিত্যে বৈঠকে তিনটি সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। তাতে, মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া কোভিড বিধি সকলকে মানতে হবে এবং ভীড় এলাকায় গণহারে করোনার নমুনা পরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। করোনার সংক্রমণ দ্রুত চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধি খুবই প্রয়োজনীয় বলে তিনি দাবি করেন।

এদিন স্টেট কোভিড সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা: দ্বীপ কুমার দেববর্মা বলেন, ৮-৯ মাস ত্রিপুরায় আবারও করোনার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। গত ৪ জুলাই দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ১.৭৯ শতাংশ। অথচ ১০ জুলাই সেই দৈনিক সংক্রমণের হার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশ ভলান্টিয়াররা বেতনের দাবীতে ফের প্রশাসনের দরজায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে জেলাশাসকের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন পুলিশ ভলেন্টিয়াররা। ১৯ মাস আগে তাদেরকে দুবছরের চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল ১০০০ টাকা করে তাদের সাম্মানিক ভাতা প্রদান করা হবে।

এছাড়াও নাকি প্রথমে বলা হয় ১০ হাজার টাকা করে বেতনভাতাও দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী নিয়োগের পর বিভিন্ন থানার পুলিশদের সঙ্গে তারাও স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। কিন্তু পাঁচ মাস তাদেরকে ১ হাজার টাকা করে দেওয়ার পর আর কোন রকম টাকা পয়সা তাদেরকে প্রদান করা হয়নি। তারা এর আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তারা দেখা করতে পারেননি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূ নির্যাতন মামলায় গ্রেপ্তার পুলিশকর্মী দেবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ জুলাই।। গৃহবধূ নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত একজনকে গ্রেফতার করেছে বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম নাসির আলম। সে পুলিশের কনস্টেবল হিসেবে মেলাঘর থানায় কর্মরত রয়েছেন।

স্বামী বিএসএফ জওয়ান সামিউল বাসির এবং শশুর গোলাম আলম পলাতক। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মধ্য লক্ষ্মীবিলের জৈনকা গৃহবধূর জীবন স্বামী, দেবর এবং শশুর এই তিনজনের অত্যাচারে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। নির্যাতিতার বাবার বাড়ি বিশালগড় নবীনগরে। বাবার বাড়ি থেকে ছয় লক্ষ টাকা এনে দেওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত চলছে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন।

স্বামী পেশায় বিএসএফ জওয়ান কলকাতার এক রমনীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। গত চার জুলাই রাতে প্রচন্ডভাবে মারধর করেছে তাকে। বিশালগড় মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। মহিলা থানার মামলা নম্বর ১২/২২। পুলিশ আইপিসির ৪৯৮ এ/ ৩৭৬/ ৫১১/ ৩৫৪ বি /৩০৭/৫০৬ ধারায় মামলা নিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য তৎপরতা শুরু করেছে। সোমবার রাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে মতাইয়ে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১১ জুলাই।। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে সোমবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মতাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা রাস্তা অবরোধ করেছে। বিদ্যালয়ের পাশেই বিলোনিয়া-শ্রীনগর রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছে ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মতাই দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষকের স্বল্পতা চলছে। শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের জন্য ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েও ইতিবাচক কোন সাড়া মিলেনি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সোমবার সকাল আটটায় বিদ্যালয়ের সামনে বিলোনিয়া-শ্রীনগর রাস্তা অবরোধ করেছে।

অবরোধের ফলে রাস্তার দুইদিকে প্রচুর সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়েছিল। তাতে যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা জানায়, দীর্ঘদিন ধরেই তারা শিক্ষক-স্বল্পতার বিষয়টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির কর্মকর্তা সহ ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে ইতিবাচক কোন সাড়া মেলেনি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছি আমরা।

অবরোধের খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও ঋষ্যমুখ মন্ডল সভাপতি সুশংকর ভৌমিক এবং জেলা শিক্ষা অধিকারীর অবরোধস্থলে ছুটে যান। ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে দু ঘণ্টা কথোপকথন হয়েছে, কিন্তু অবরোধ প্রত্যাহার করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা অবরোধস্থলে ছুটে গিয়ে শিক্ষক স্বল্পতার বিষয়টি মেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন। সেই আশ্বাসের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ত্রিপুরার দু'জন ভোট দেবেন সংসদ ভবনে

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।।

নয়াদিল্লী, ১১ জুলাই।। ১৮ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ত্রিপুরার মন্ত্রী রামাপদ জামাতিয়া এবং বিধায়ক সুধন দাস রাজ্য বিধানসভায় তাদের ভোট দেবেন না। তবে তাঁরা সংসদ ভবন ৬৩ নম্বর কক্ষে ভোট দেবেন।

সূত্রের মতে, মোট পাঁচজন মন্ত্রী ও বিধায়ক সংসদ ভবনে ভোট দেওয়ার অনুমতি পেয়েছেন।

ত্রিপুরার একজন বিজেপির মন্ত্রী ও সিপিএমের এক বিধায়ক, হরিয়ানার একজন কংগ্রেস বিধায়ক এবং উত্তরপ্রদেশের দুইজন বিজেপি বিধায়ক সংসদ ভবনে ভোট দেবেন।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আগামীকাল নয়াদিল্লীতে নির্বাচন কমিশন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা বেহাল, ক্ষুব্ধ জনতার অবরোধ

খোয়াই-চাম্পাহাওয়র সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সরব হলেন সিপাইহাওরের জনগণ। সোমবার রাস্তা সংস্কারের দাবিতে খোয়াই-চাম্পাহাওয়র সড়ক অবরোধ করেন তারা। অবরোধের ফলে এই সড়ক পথে সব ধরনের যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধস্থলে ছুটে যান। দীর্ঘ আলোচনার পর অবরোধকারীরা শেষ পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

সোমবার খোয়াই-চাম্পাহাওর সড়কের সিপাইহাওরে কয়েকশত নারী পুরুষ সকাল নয়টা থেকে সামিল হন সড়ক অবরোধে। এলাকাবাসীর প্রশ্ন তুলেছেন কেন এতদিনে সড়কের জীর্ণদশা ঘুচলো না? পূর্ত দপ্তরের অকর্মণ্যতার বিষময় ফল আর কতদিন ভোগ করতে হবে সাধারণ মানুষ আর নিত্য যাত্রীদের? শ্লোগানে শ্লোগানে গলা মেলান ভুক্তভোগী মানুষেরা। মারাত্মক বেহাল দশায় খোয়াই-চাম্পাহাওর সড়ক।পুরো রাস্তা জুড়ে বড় বড় অজস্র গর্ত আর খানাখন্দ।বৃষ্টির জল জমে যেন সড়ক এখন ছোটখাটো পুকুরের মতো। জলে কাদায় একাকার।

যানবাহন চলাচল তো দূরের কথা। পায়ে হেঁটে রাস্তা পারাপারও যেন দায়। ভেঙে চুরে বিপজ্জনক অবস্থা সড়কের।কতদিন যে দুর্ঘটনা ঘটে গেলো এখানে ওখানে। কিন্তু কথা কানে তুলে না কেউ।যেন সবটাই অরণ্যে রোদন।সড়কের দুপ্রান্তে দুদুটো ব্লক অফিস।শহরে আসার রাস্তা তো এটাই।চাম্পাহাওর থেকে শহরে আসতে হয় বিভিন্ন কাজে।এস ডি এম অফিস, ডি এম অফিসে আসতে হয়। খোয়াই জেলা হাসপাতালে আসতে হয় রোগী নিয়ে। চাম্পাহাওরে রয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে সোমবার মতাইয়ে ছাত্রছাত্রীদের পথ অবরোধ আন্দোলন। ছবি নিজস্ব।

তিনদিন পরও হদিশ নেই নাবালিকার তদন্তে নামানো হল পুলিশের কুকুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ জুলাই।। তিনদিন পেরিয়ে গেলেও নিখোঁজ হওয়া নাবালিকাকে পাওয়া গেল না। ঘটনা কল্যাণপুর থানা এলাকার পশ্চিম কুঞ্জবন এডিসি ভিলেজের রাম বাবুপাড়া এলাকার নায়েক বস্তিতে। গ্রামের বাসিন্দা জয় কুমার নায়েক এর অভিযোগ পাঁচ বছরের শিশুকন্যা গত শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়।

তারা কাজে গিয়েছিল। কাজ থেকে ফিরে দেখে শিশু কন্যা বাড়িতে নেই। পরদিন অর্থাৎ শনিবার কল্যাণপুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। যথারীতি কল্যাণপুর থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে। মামলা নম্বর ২৬/২০২২। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬ (এ) ধারায় মামলা রুজু করে কল্যাণপুর থানার পুলিশ। মামলা হবার পর পুলিশ বেশ তল্লাশি জারি রাখে। নাবালিকা মেয়েটিকে খুঁজে না পাওয়ায় আজ সোমবার খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, এডিশনাল এসপি অমিতাভ পাল, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া, কল্যাণপুর থানার ওসি শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন লোকেদের সাথে কথা বলেন।

ব্যাপক সময় শেষে আগরতলা থেকে প্রশিক্ষণ কুকুর আনা হয়। কুকুরটি বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করে কিছুই পায়নি। এখন দেখার বিষয় নাবালিকা মেয়েটিকে আদৌ কি উদ্ধার করতে পারে কল্যাণপুর থানার পুলিশ। আজ ঘটনাস্থলে বেশ লোক জমায়েত হয়। জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

এদিকে তেলিয়ামোড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া সাংবাদিকদের প্রশ্ন উত্তরে জানান, পুলিশের তদন্ত জারি রয়েছে। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জনমনে প্রশ্ন উঠছে নাবালিকা মেয়েটি কিভাবে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল। এর পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।

প্রসঙ্গত, তেলিয়ামুড়াতেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল কয়েকবছর পূর্বে। সেখানে ও শিশুকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছিল। সম্প্রতি ওই মামলায় খোয়াই আচালত অভিযুক্তদে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদন্ড সাজা দিয়েছেন।

শিক্ষক কর্তৃক কঠোর শাস্তি অসুস্থ স্কুলছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। বেসরকারি স্কুল শিক্ষকের মার এবং কঠোর শাস্তির ফলে গুরুতর আহত তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্র। বর্তমানে গুরুতর আহত ছাত্রটি বাড়িতে শয্যাশায়ী। ঘটনা তেলিয়ামুড়া তুইসিন্দ্রাই বাড়ি স্থিত আনন্দমার্গ প্রাইমারি স্কুলে।

নিগৃহীত ছাত্রের পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ মূলে জানা যায়, দিন কয়েক পূর্বে শ্যামল দাসের তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠরত আদিত্য দাস ক্লাস রুমে খেলা করছিল। সেই সময় ক্লাস রুমে বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষক উত্তম সরকার প্রবেশ করে। আদিত্য দাসকে খেলা করতে দেখে উত্তম সরকার চুলে ধরে এনে ৫০ বার কানে ধরে ওঠা বসা এর নির্দেশ দেয়। শিক্ষকের এই নির্দেশ অনুসারে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে রোগীদের পোহাতে হচ্ছে চরম দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ জুলাই।। হাসপাতালে বিদ্যুৎ চপলতা অন্যদিকে জেনারেটর চালানোর জন্য নেই কোন অপারেটর। চপলতা জন্য হাসপাতালে থাকা রোগীদের মধ্যে দুর্ভোগের শিকার। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হুকুম ছাড়া জেনারেটর চালানো যাবে না এমনটাই ফরমান। হাসপাতালে থাকা রোগী এবং রোগীর আত্মীয় পরিজনরা দুর্ভোগের শিকার হলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোন আসে যায় না। এমনটাই ঘটলো সোমবার সকালে ফের একবার।

এদিন সকাল থেকেই বিদ্যুৎ চপলতা শুরু হয়। রোগীর আত্মীয় পরিজনরা জেনারেটর চালানোর জন্য বারবার অনুনয়-বিনয় করলেও জেনারেটর চালানো হয়নি প্রথমদিকে। এ ব্যাপারে হাসপাতালে থাকা এমআইসি অজিত দেববর্মাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন জেনারেটরের ব্যাপারটি হাসপাতালের এসডিএমও চন্দন দেববর্মার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। অর্থাৎ জেনারেটরটি চালনা করতে গেলে এসডিএমোর অনুমতি লাগবে। অন্যদিকে জেনারেটর চালানোর জন্য নিত্যদিন কোন কর্মীকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু একজন জিডিএ-কে এই জেনারেটর চালানোর জন্য দায়িত্ব দেওয়া আছে।

জানা গেছে একজন অপারেটরের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে জেনারেটর চালনা করা যাচ্ছে না এমনটাই জানালেন হাসপাতালে জৈনক একজন চিকিৎসক। যদিও এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসক চন্দন দেববর্মা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা২৮২ ◻ ১২ জুলাই ২০২২ ইং ◻২৭ আষাঢ় ◻মঙ্গলবার ◻১৪২৯ বঙ্গাব্দ

মুদ্রাস্ফীতির ভয়ংকর পরিণতি

মুদ্রাস্ফীতি আমাদের দেশ রাজ্য ও সমাজ ব্যবস্থার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলিতেছে। ইহার ভয়ংকর পরিণতি মানব সমাজকে জটিল সমস্যার সম্মুখীন করিয়াছে। আপনি যদি সত্তরের দশকের দিকে কেউ যদি ফিরিয়া তাকান, তাঁহার মনে হইতেই পারে যে, অগ্রবর্তী অর্থনীতির দেশগুলির বৃহৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র পরিচালনার সামনে এমন কিছু চ্যালেঞ্জ ছিল, যাহা ইতিপূর্বে দৃশ্যমান হয়নি। বাণিজ্যচক্রের ওঠানামার মধ্যে দিয়া অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে দেখা দিয়াছিল মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্ব। বেকারত্বের হার এতখানি বেশি ছিল যে, তাহা অর্থনীতির গতিজাড্যকে কমাইয়া আনে বা বলা যায়, অর্থনীতিকে স্থবির করিয়া ফেলে।মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক স্থবিরতাকে একত্রে প্রকাশ করিতে 'স্ট্যাগফ্লেশন' নামে একটি অভিধানও এই সময় জন্ম নেয়। অর্ধশতক পরে এখনও যখন বিভিন্ন অর্থনীতির দেশের আর্থিক বৃদ্ধি কম হয় অথবা শূন্যে গিয়া ঠেকে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় মুদ্রাস্ফীতির সম্মুখীন হয়, সেই অভিধাটিকেই পুনর্বার ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সত্তরের দশকে অর্থনীতিবিদরা 'স্ট্যাগফ্লেশন'-এর মধ্যে জনগণ কী ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়া যায়, সে সম্পর্কে একটি ধারণা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এটিকে একটি 'মিজারি ইনডেক্স' বা 'দুর্দশার সারণি' বলা যাইতে পারে, যেখানে ভোক্তাজগতের মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের হারকে একত্র করিয়া দেখা হয়।কর্পোরেট সংস্থাগুলির লাভে বিরাট লাফ, কিন্তু তাহাতে সাধারণের লাভ কতখানি

এখন যদি কেউ তেমন একটি 'ইনডেক্স' রচনা করেন, তাহা হইলে কী দেখা যাইবে? যদি দেখা যায় তুরস্ক, আর্জেন্তিনা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ, যেখানে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা এবং অর্থনীতির ধারাবাহিক সমস্যা বিদ্যমান, সেখানে 'দুর্দশা'-র হার সর্বোচ্চ, তাহা হইলে অবাক হওয়ার কিছু নাই। এই দেশগুলির পরেই যাহাদের কথা আসিবে, তাহারা 'ব্রিক্স' অর্থনীতির (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা) দু''টি বৃহৎ দেশ ব্রাজিল এবং যুদ্ধদীর্ণ রাশিয়া। তাহাদের সঙ্গ দেবে পাকিস্তান এবং মিশর। তাহার পরেই আসিবে ভারতের নাম। এর পরে যদি দেখা যায়, ইউরোপের অগ্রগণ্য দেশগুলি এবং আমেরিকা এই বিষয়ে খুব বেশি পিছাইয়া নাই, তাহা হইলেও আশ্চর্য হইবেন না।মিজারি ইনডেক্স'-এর মধ্যে দু''টি পরিবর্তন আনা হইয়াছে। একটি এই যে, অর্থনীতিগুলির উপরে চাপিয়া বসা সুদের পরিমাণকে এর সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে। এর ফলে তুরস্ক, ব্রাজিল, রাশিয়া এবং পাকিস্তানের মতো দুর্দশাগ্রস্ত দেশগুলির ছবি আরও বেশি ভয়াবহ হিসাবে দেখা দিবে। কারণ, উচ্চহারের মুদ্রাস্ফীতির ফলে সুদের হারও চড়তে শুরু করে। কিন্তু একই সঙ্গে ভারত ও ধনী রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার দুর্দশার ব্যবধানও বাড়িতে থাকিবে, কারণ শেষোক্তরা মুদ্রাস্ফীতির হারকে ধারাবাহিক ভাবে কম রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতের পক্ষে এমন অবস্থান, আর যাহা-ই হোক গৌরবজনক নয়। কেন না, বিশ্ব অর্থনীতির প্রতিটি অঞ্চল থেকে ২০টি করে প্রতিনিধিমূলক দেশ নিয়া একটি তালিকা তৈরি করিলে ভারত তাহার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ২০টি দেশের মাঝামাঝি অবস্থানে বিরাজ করিবে।

দ্বিতীয় যে পরিবর্তনটি আনা হয়, সেটি অর্থনৈতিক ক্লেশ লাঘবের পর মাথাপিছু আয় বৃরি হার। এ থেকে দেখা যায়, ভারত ২০২২ সালে বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলির মধ্যে দ্রুততম বৃদ্ধির দেশ হিসেবে আশা করা হচ্ছে তাহার নম্বর বাড়াইয়াছে বটে, অবস্থান পরিবর্তনে সমর্থ হয়নি। যদিও এই পরিবর্তনটি তালিকার একেবারে নিচে থাকা অর্থনীতির দেশগুলির সঙ্গে অগ্রবর্তী অর্থনীতির দেশগুলির ব্যবধানকে কমাইয়া আনিয়াছে। এমনকি, জনসংখ্যাকে স্থবির অথবা ক্রমহ্রাসমান রাখিবার পরিয়াও এমনই দেখা গিয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, সুদের হার এবং আয়ের বৃদ্ধি এই চারটি বিষয় মাথায় রাখিয়াও দেখা দেখা যায়, ভারত সেই ২০টি দেশের তালিকায় দ্বাদশ স্থানে বিরাজ করিতেছে।

পরিবর্তিত 'মিজারি ইনডেক্স' বস্তুত মানুষ কেমন করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সেই সঙ্গে এই সারণি দুর্যোগের কালে অর্থনীতির স্থৈর্যের একটি সূচক হিসেবেও কাজ করে এবং এই মুহূর্তেও করে। ২০১৩-র দিকে ফিরিয়া তাকাইলে দেখা যায়, রাজকোষ এবং লেনদেন সংক্রান্ত তহবিলে ভারতের যুগপৎ ঘাটতি এ দেশকে 'ভঙ্গুর পাঁচ' অর্থনীতির অন্যতম করিয়া রাখিয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে যৌথ প্রযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই জরুরী হইয়া উঠিয়াছে। অন্যথায় ইহার ভয়ংকর পরিণতি আমাদেরকে ভোগ করিতে হইবে।

ওজন প্রায় ৯৫০০ কেজি, নতুন সংসদ ভবনের ছাদে ব্রোঞ্জের জাতীয় প্রতীকের মোড়ক উন্মোচিত

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): নতুন সংসদ ভবনের ছাদে ৬.৫ মিটার উচ্চতার ব্রোঞ্জের জাতীয় প্রতীকের মোড়ক উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে ৬.৫ মিটার দীর্ঘ ব্রোঞ্জের জাতীয় প্রতীকের মোড়ক উন্মোচন করার পর নতুন সংসদ ভবনের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী। নতুন সংসদ ভবনের ছাদে জাতীয় প্রতীক মোড়কের ধারণার স্কেচ এবং প্রক্রিয়াটি ক্লে মডেলিং/কম্পিউটার গ্রাফিক থেকে ব্রোঞ্জ ঢালাই এবং পলিশিং পর্যন্ত প্রস্তুতির আটটি বিভিন্ন ধাপ পেরিয়েছে। জাতীয় প্রতীকটি ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি, যার মোট ওজন ৯৫০০ কেজি এবং উচ্চতা ৬.৫ মিটার। এটি নতুন সংসদ ভবনের কেন্দ্রীয় ফোয়ারের শীর্ষে উন্মোচিত করা হয়েছে। প্রতীকটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রায় ৬,৫০০ কেজি ওজনের ইস্পাতের একটি সহায়ক কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এদিন পূজার্চনা করার পর ব্রোঞ্জের জাতীয় প্রতীকের মোড়ক উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উপস্থিত ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ প্রমুখ।

নদিয়ায় গোপনাঙ্গ কাটা অবস্থায় উদ্ধার যুবকের গুলিবিদ্ধ দেহ

নদিয়া, ১১ জুলাই (হি. স.) : নদিয়ার কালীগঞ্জ-চাপড়া সড়কের উপর গোপনাঙ্গ কাটা অবস্থায় উদ্ধার যুবকের গুলিবিদ্ধ দেহ। নিহতের নাম রামপ্রসাদ হাজরা। বয়স ৩৫ বছর। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গেছে, নদিয়ার কালীগঞ্জ ব্লকের পলাশির এরিয়াডাঙা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন রামপ্রসাদ হাজরা। ৩৫ বছরের যুবক রামপ্রসাদ হাজরা ট্রাকে খালাসির কাজ করতেন। প্রত্যেকদিন কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরতেন মাঝরাতে। কিন্তু রবিবার আর বাড়ি ফেরেননি রামপ্রসাদ হাজরা। শুরু হয় খোঁজ। কিন্তু রাতভর খোঁজাখুঁজির পরেও সকাল পর্যন্ত রামপ্রসাদের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি।

ভারতে ১৯৮.৮৮-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন, কোভিড টেস্ট বেড়ে ২.৭৮-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯৮.৮৮-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৪৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৮,৮৮,৭৭,৫৩৭ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০ জুলাই সারা দিনে ভারতে ২,৭৮,২৬৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে, দৈনিক এই করোনা-পরীক্ষা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই কম। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৬,৬৮,৮৮,৯৮০-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ২,৭৮,২৬৬ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬,৬৭৮ জন। অর্থাৎ করোনা-পরীক্ষা কমলেও, সংক্রমণের হার তুলনামূলক বেশি।

রাশিয়া, ইউক্রেন এবং দুই অপরাধীর কিস্যা

প্রবীর মজুমদার

রাশিয়া তো যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল, কিন্তু ইউক্রেন ধ্বংস স্তপে পরিণত হল। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন যুদ্ধপরাধী হন, জেলেনিস্কও উস্কানির অভিযোগ থেকে রেহাই পাবেন না। অর্থাৎ আজ ইউক্রেনে যা ঘটছে তার জন্য পুতিনের মত জেলেনস্কিও অপরাধী। আমি যদি জেলেনস্কি হতাম, নিজেকে অবশ্যই কয়েকটি প্রশ্ন করতাম। প্রথম প্রশ্ন আমার কাছে কি পারমাণবিক অস্ত্র আছে, যা অন্য দেশগুলোকে আমার দেশে আক্রমণ থেকে সতর্ক করবে? উত্তর হবে, না। দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি কি ন্যাটো বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য, আমাকে কেউ আক্রমণ করলে কে আমাকে রক্ষা করতে বাধ্য হবে? এবাও উত্তর হল, না। তৃতীয় প্রশ্নও আমি কি রাশিয়ার মতও মহাশক্তিধর দেশের কঙ্গে লড়াইয়ে উস্কানি দেবার মতো অবস্থায় আছি? এবারও উত্তর, না। চতুর্থ প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাশিয়া যদি আমার দেশ আক্রমণ

করে, তবে কে তার প্রথম শিকার হবে? ইউক্রেনের সেই নিরীহ নাগরিকরা, যারা ভূ- রাজনীতির ক্ষতির জন্য উদ্বিগ্ন নয় এবং যারা শুধুমাত্র একটি সুখী, সন্তষ্ট পারিবারিক জীবনযাপন করতে চায়? এবার কিন্তু উত্তর হবে হ্যাঁ। অর্থাৎ এই বিতর্কের প্রথম শিকার হবে ইউক্রেনের জনগণ। আর আমি দি ইউক্রেনের যথার্থ নেতা হই, আমার প্রথম দায়িত্ব আমার জনগণের রক্ষার ব্যাপারে ভাবা। যদি প্রবল শক্তিধর দৈত্য আমার প্রতিবেশী হয় তবে তবে আমার উচিত তাকে উত্যক্ত করা থেকে বিরত থাকা। ইউক্রেনের জনগণের প্রতি সমবেদনা জানানো এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে বীরের আসনে বসানো-এই দুটি ভিন্ন বিষয়। প্রথমটি পুরোপুরি বৈধ, কারণ এই যুদ্ধটি একটি মানবিক ট্যাজেডি এবং পুতিনের উচিত ছিল সমস্ত উস্কানি সত্বেও এটি থেকে দূরে থাকা। সবচেয়ে উদ্ভূত ব্যাপার হচ্ছে বহু মানুষ ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকা স্বত্বেও তাদের সামাজিক মাধ্যমে ইউক্রেনের পতাকা ব্যবহার করেছে। তারাই গেলেনস্কিকে নায়কের মর্যাদা দিয়েছে।অনেক ভারতীয়ও আছে এই দলে। একদিকে, যারা পুতিনকে এই ভেবে সমর্থন করছে যে রাশিয়া যেহেতু ভারতের কৌশলগত মিত্র, আমরা তার অপরাধ উপেক্ষা করে তার পাশে

এবং গেলেনস্কি হলেন শিকার। এই যুদ্ধে আসল ভুক্তভোগীরা আসলে সাধারণ এবং রীহ মানুষ। এবার দেখা যাকও এই ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদ ব্যাপারটা কি? অনেকেই জানেন না যে নব্য নাৎসিবাদী উপাদান এটিতে নিহিত আছে। এরা ইহুদি বিরোধী যারা হলোকাস্ট সমর্থন করে। পুতিন তাদের ফ্যাসিস্ট এবং. ব্যান্ডেরাইট বলছেন। জাতীয়তাবাদী নেতা এবং নাভসিদের সমর্থক স্টেপান বান্ডেরার নামে নামকরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন নাৎসি জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেছিল, তখন তারা ইউক্রেনীয় বিচ্ছিন্নতাবাদের স্লোগান তুলে নাৎসিদের মিত্র হবার প্রস্তাব করেছিল। এরা একলক্ষ পোলিস এবং কুড়ি হাজার ইউত্রেনীয় ইচি হত্যায় জড়িত ছিল। স্টেপান বাণ্ডেরা ছিলেন কমিউনিজমের ঘোর বিরোধী এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। ২০১০ সালে ইউক্রেন এই বান্ডেরাকে মরণোত্তর হিরো অফ দ্যা করার চেষ্টা করেছিল। আজ সত্যিই নিজের উচ্চতার চেয়ে বড় এক কুস্তিগীরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মার খাবার পর সহানুভূতি কুড়োবার চেষ্টা করেছেন জেলেনস্কি। পুতিন যখন ইউক্রেনকে তার নাগরিকদের মানব-ঢাল হিসাবে ব্যবহার করার অভিযোগ করেছেন, তা কিন্তু এখন ভিত্তিহীন নয়। যুদ্ধের রাজনৈতিকতা বেসামরিক নাগরিকদের আক্রমণের অনুমতি দেয় না। কিন্তু জেলেনস্কি অন্তবিতরণ করে তার বেসরকারি নাগরিকদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। এ কারণে অপরাধ মনস্ক সাধারণ মানুষও সুযোগের সম্যবহার করে অবৈধভাবে অস্ত্র ব্যবহার করছে। একজন নেতার কাজ কখনই তার বেসামরিক নাগরিকদের প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া নয়। এটা শুধু মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। পরিবর্তে তার কাজ হল তার নাগরিকদের রক্ষা করা এবং তার কূটনীতিকে যথেষ্ট আয়ত্ত করা যাতে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরী না হয়। জেলেনস্কির যদি আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা ঘাত প্রতিঘাত নিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকত তাহলে হয়ত দেশের সাধারণ মানুষকে এই চরম দুর্দশার মধ্যে ফেলিতেন না। আসলে প্রাক্তন কৌতুকাভিনেতা জেলেনস্কি পশ্চিমী শক্তির হাতের পুতুল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই পুতুল দেশবাসীকে এক মহাসংকটে ফেলে দিয়েছে। অতীতেও ইউক্রেনে পশ্চিমীরা এই ধরনের পুতুল স্থাপন করেছিল। ২০১৪ সালে এক আন্দোলনের নামে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করে ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদের স্লোগান তোলা এক ব্যক্তিকে কুর্শিতে বসানো হয়েছিল। রাশিয়ার অভিযোগ, এই আন্দোলন আমেরিকার ইশারায় হয়েছিল। বিদ্রোহের নেপথ্যে বিদেশী শক্তির হাতের কথা বলেছিলেন। এই সব অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলা যাবে না।

সংঘাতপূর্ণ এলাকায় পা ইন্ধন জোগাতে এবং ভূ- রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতার সুযোগ নেবার মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন আনার জন্য মার্কিন এবং তার দোসর পশ্চিমী লাতিন আমেরিকাব বিভিন্ন দেশে তার এটা বহুদিন ধরেই করছে। আজ ইউক্রেনের ঘটনা নিয়ে তাদের খুশি হবার কথা, কারণ ক্রুট কেবল রাশিয়াকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঘৃণার ঢেউ বয়ে গেছে। আমেরিকা এবং তার পশ্চিমী দোসররা পারস্পরিক অর্থনৈতিক চুক্তি ছাড়া যুদ্ধ থেকে কিছুই হারায়নি। হারিয়েছে ইউক্রেনের দারিদ্র জনগণ। তদুপরি যুদ্ধ শুরু হবার পরেও, জেলেনস্কি ইউরোপীয়ান ভাষা, জাতি, অতীত সাম্রাজ্য এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে উদ্ভুত দ্বন্দ ইউরোপে নতুন নয়। তবে তা যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করেনি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে রাষ্ট্রপ্রধানদের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। কারণ বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপীয়রাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রভ। বিশ্বায়তি বিশ্বে যুদ্ধ কোনওভাবেই কাম্য নয়। মানবিক কারণে, ভারতের জনগণের সহানুভূতি ইউক্রেনীয়দের প্রতি হওয়া উচিত যারা যুদ্ধে ভুগছে। সহানুভূতি হওয়া উচিত রুশ সৈন্যদের জন্য, যাদের কৌশলে প্রতারণার মাধ্যমে যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু আজ তারা অপরাধী। এছাড়াও সারা বিশ্বের

উদার মানবতাবাদী সাধারণ মানুষদেরও অভিনন্দন জানাতে হবে- রুশ জনগণ সহ যারা এই যুদ্ধ এবং পুতিনের বিরোধিতা করেছে। তবে পুতিন বা গেলেনস্কির প্রতি

আনুগত্য দেখালেও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে রাজনীতি দেশগুলোকে শাসন করে এবং যুদ্ধের জন্ম দেয়। সেখানে মানবতা হল একটি বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক চেতনা যা আনন্দ এবং দুঃখের মধ্যে জীবনকে প্রকাশ করে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সমুদ্রোপকূলে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী কৃষি পরিকল্পনা

ড. মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ

২৬ মে সকালে পশ্চিমঙ্গ সংগল্প ওড়িশা উপকূলে ঘণ্টায় ১৬৫ কিমি বেগে ঘূর্ণিঝন 'যশ' আছড়ে পড়ে। প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ২-৪ মিটার সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, সমসময়ে ভরা কোটালের ফলে হুগলি বিদ্যাধরী, মুড়িগঙ্গা, রূপনায়াণ, হলিদ, কেলেঘাই প্রভৃতি নদীতে জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ঝোড়ো হাওয়া ও জলমগ্নতার ফলে এই সমস্ত অঞ্চলে খেতের ফসলের সঙ্গে ধানের গোলা, পানের বরোজ, মাছের পুকুর,-ভেড়ি, গবাদি পশু--পাখি প্রভৃতির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সমুদ্রের নোনা জলের প্রভাবে মাটিতে লবাণাক্ততা ও পিএইচ -এর মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং ঘূর্ণিঝড় 'যশে'র প্রভাব কৃষিক্ষেত্রে সাময়িক নয়, দীর্ঘপ্রসারী বটে।

বর্তমানে ফসলের বিশেষ পরিচর্যা 'যশ' পরবর্তী সময়ে ৫-১০ দিন প্রাকৃবর্ষার বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায়, বৃষ্টির প্রকোপ কমার পর জমির বর্তমান ফসলগুলিতে বিশেষ পরিচর্যা করতে হবে, যাতে ন্যূনতম ক্ষতি হয়। পাটঃ বীজ বপনেদের সময় অনুসারে, বর্তমানে পাট গাছের বয়স ২০-২৫ দিন। পাটের চারা জমা জলসহ্য করতে পারে না। নিকাশির মাধ্যমে জমি থেকে দ্রুত জল বের করে দিতে হবে। এরপর শিকড় পচা ও কাণ্ড পচা রোগ প্রতিরোধে পাটগাচের গোয়াড় ....৪ গ্রাম/ লিটার বা কপার হাইড্রক্সাইড ২.৫ গ্রাম / লিটাল বা তিলঃ জমি থেকে দ্রুত জল বের করার পর, গোড়া পচা বা কান্ড পচা রোগ প্রতিরোধে ব্লু-কপার/ ব্লাইটক্স ইত্যাদি ৪ গ্রাম /লিটার অথবা ক্লোরোথ্যালোনিল ২ মিলি/ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

তিল ৮০ শতাংশ পেকে গেলে কেটে নেওয়ার পর এক জায়গায় জড়ো করে জাগ দেয়া যাবে না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে হালকা করে জাগে দিয়ে দ্রুত ঝাড়াই-মাড়াই করে শুকিয়ে নিতে হবে। বাদামঃ ফসল তোলার সময় প্রায় হয়ে যাওয়ায়, গাছশুদ্ধ উপড়ে তুলে নিলে বাদাম পাওয়া যাবে। তবে দেরিতে বোনো বাদাম জমি থেকে জল বের করে নিতে হবে। এরপর কার্বেন্ডাজিম ৫০ শতাংশ ১গ্রাম ও ম্যানকোজের ৭৫ শতাংশ ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে এক সঙ্গে গুলে স্প্রে করতে হবে। ২-৩ দিন পরে টেবুকোনাজল ২৫.৯ শাতংশ ১.৫ মিলি/ লিটার বা প্রোপিকোনাজোল ২৫ শতাংশ ইসি ১ মিলি/ লিটার জলে গুলে গাছের গোড়াসহ সমস্ত গাছ ভিজিয়ে দিতে হবে।

পরবর্তী কৃষি পরিকল্পনা 'যশ' ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে ক্ষতি অপেক্ষা ভরা কোটালের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব মেদিনীপুর ও দুই ২৪ পরগনা জেলার সমুদ্রোপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কিছু জায়গায়-২ ৫ দিনের মধ্যে জল নেমে গেলেও, অধিকাংশ স্থানে ৭ দিনের বেশি সময় নোনা জল জমে আছে। এর ফলে চাষের জমির মাটি ও দলাশয়ের জলের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছে। মাটির অম্লত্ব কমে ক্ষারীয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া মাটিতে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ ও সক্রিয় সোডিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এমতাবস্থায়, পরবর্তী ৪-৫ বছর শস্যপর্যায়ে অন্তত একটি মরশুমে শিম্বগোত্রীয় ফসল (মূলত ডালশস্য) চাষ করার পরিবকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যা মাটির স্বাস্থ্য পুররুদ্ধারে সাহাস্য করবে। প্রথম সুযোগেই মাটি পরীক্ষা করতে হবে, যাতে মাটির চরিত্রগত পরিবর্তন বুঝে সুপারিশ অনুযায়ী ফসলের সার ববথ্যস্থঅপনা গ্রহণ করার যায়। ধানঃ সবুজ সার চাষঃ আমন ধান চাে,ণ আগে সবুজ সর ফসল বিশেষত ধইঞ্চা চাষর সুপারিস করা হচ্ছে। এজন্য মূল জমি তৈরির প্রায় ৫০ জিন আগে কালবৈশাখী বৃষ্টির পর জমিতে এক চাষ দিয়ে হেক্টর প্রতি ৪০ কেজি ধইঞ্চা বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে। এসময় হেক্টর প্রতি ২০ কেজি ফসফেটঘটিত সার দিলে ধইঞ্চা গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। ধইঞ্চা গাছ ৩৫-৪০ দিনে বয়সে ১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট হলে, ছোট

ছোট টুকরো করে জল জমা মূল জমিতে চাষের সময় মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। এভাবে ১০-২০ দিন পচানোর পর মূল জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে হবে। এবছর সম্ভব না হলে, পরবর্তী বছরগুলিতে সবুজ সার চাষ করা প্রয়োজন। জাত নির্বাচন) লবণাক্ত জমির উপযোগী নোনা সহনসীল জাত নির্বাচন করতে হবে। এছাড়া নিচু জমিতে আধা গভীর ও গভীর জলের উপযোগী জাতের চাষ করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে সবিতা, স্বর্ণ সার ১, লুনিশ্রী, সাম্ভা মাসুরি সাত ১ , সিআর ধান ৫০৭ (প্রসান্ত), সিআর ধান ৪০৫ (লুনাশাঁখি), সি আর ধান ৪০৩ (লুনা সুবর্ণা) প্রভৃতি জাতের চাষ করতে ফলন হ্রাসের সম্ভাবনা কমানো যেতে পারে। এছাড়া দেশি সুগন্ধি বা বিশেষ গুণসম্পন্ন ধান, যেমন চামরমণি, কনকচূড়, হরিণখুরি, বাধাতিলক প্রভৃতি চাষ লাভজনক হবে। নোনা মাটির বীজতলায় অঙ্কুরোদগমের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, বীজের পরিমাণ সাধারণ বীজের হারের ১.৫ গুণ সুপারিশ করা হয়। পরিবর্তে অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় ছড়িয়ে ভাল চারা তৈরি করা যায়। জলমগ্ন ধানজমিতে চিঙ্কা, আযরণ ও ম্যাঙ্গানিজের অভাব হতে পারে। এক্ষত্রে হেক্টর প্রতি-১৫-২০ কেজি জিঙ্ক সালফেট জমিতে শেষ চাষের সময় দিতে হবে। ডালশস্য খেসারি ঃ বর্ষা পরবর্তী রবি মরশুমে জমিতে সরাসরি তুলে বা পয়রা ফসল হিসাবে খেসারি চাষ করা যেতে পারে। এজন্য নির্মল, রতন, প্রতীক্ষ প্রভৃতি জাতের বীজ একর প্রতি ৫০-৬০ কেজি হিসাবে বীজ শোষন ও রাইবোজোম কালচার মেশানোর পর জমিতে ছিটিয়ে বুনতে হবে। পয়রা ফসলে ৩০-৪০ দিন পরে ডিএপি বা ইউরিয়ার ২ শতাংশ জলীয় দ্রবণ স্প্রে করা প্রয়োজন। মুগঃ মাঝারি নোনা জমিতে বসন্তকালীন মুগ চাষ কার্যকরী। এজন্য সম্রাট, বাসন্তী, পিডিএম ৫৪ প্রভৃতি জাতগুলি ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝই থেকে মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত হেক্টর প্রতি ৩০-৩৫ কেজি বীজ ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন ও রাইবোজোম কালচার মেশানোর পর ২০ সেমি, সারিতে বা ছিটিয়ে বুনতে হবে। সমস্ত গাছে ফুল আসার পূর্বে বাড়ন্ত অবস্থায় একটা সেচ দিলে ভাল হয়। সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্যা সুপারিশমতো করতে হবে। অন্যান্য ব্যবস্থা ফসল নির্ভর কৃষি পরিকল্পনা ছাড়াও মাটি-বাস্তুতন্ত্রের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

লবণাক্ত জমিতে ধান রোয়ার পূর্বে জমির চারপাশে উঁচু আল তুলে বৃষ্টির জল জমিয়ে, জমি চাষ দিয়ে কিছু সময় ধরে রেখে, জমির সম্পূর্ণ জল বের করে দিতে হবে। এতে জমির লবণাক্ততা কিছুটা কমে। কোনও কোনও ব্লকে মাটি লবণাক্ত হওয়ায়, পিএইচ-এর মান ৫.৫ বা তার বেশি হয়ে যেতে পারে। ক্ষারীয় অবস্থা কমানোর জন্য জমিতে হেক্টের প্রকৃতি ১.৫-২.০ টন জিপসামের সঙ্গে ৩-৫ টন জৈব সার ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। নদীর বাঁধ উঁচু করে তৈরি করতে হবে এবং তার দু'ধারে গাছ লাগাতে হবে ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, যাতে ঘূর্ণিঝড়ের সময় মসুদ্রের জল বাঁধ ভেঙে গ্রাম -জমি-জলাশয় প্লাবিত করতে না পারে। উপকূলীয় বাস্তুতন্দ্র রক্ষার জন্য যত্নশীল হতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে, রাজ্য সরকারের কৃষি দফতর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রভৃতির ও সংক্রান্ত পরামর্শগুলির প্রতি কৃষকবন্ধুদের বিশেষ নজর দিতে হবে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিনি)

প্রকৃতিকে জয় করতে হবে— এই মানসিকতাই কি কাল হল বিজ্ঞানের?

শোভনলাল চক্রবর্তী

বিজ্ঞান বলতে পথচলতি মানুষ বা বোঝেন, বিজ্ঞানের পরিসর তা অপেক্ষা অনেক অনেক বড়। সত্যিই বিজ্ঞানের সীমা অসীমে। তবে ভাবতে অবাক লাগে যে 'সীমার মাঝে অসীম' শব্দবন্ধ কোনও বিজ্ঞানীর কলমে নয়, আমরা পেয়েছি এক কবির কলমে। গণিত আমাদের সীমার মাঝে অসীমের ধারণা দেখিয়েছে। তবে সে সবই সাধারণের নাগালের বাইরে। বিজ্ঞান বলতে আজকের বিজ্ঞানীরা যার সাধনা করছেন, সেটা 'বিগ সায়েন্স' -এর অন্তর্গত। যেখানে কর্পোরেট পুঁজি তার বিপুল বৈভব ঢেলে দিয়েছে বিজ্ঞানের গবেষণার। না, বিজ্ঞানের জন্য নয়, তার ব্যক্তিস্বার্থ পূরণে। এই 'বগ সায়েন্স' -এর বিশাল গবেষণাগারে চলছে ঘোড়, দৌড়, কে আগে জিতবে পারবে রেস। এমনটা আমরা এই করোনা ব্যাকসিনের ব্যাপারেও দেখলাম। অক্সপোর্ডের সেই মহিলা বিজ্ঞানীর নাম (সারাহ গিলবার্ট) আজ চলে গেছে অন্তরালে। তার জায়গা নিয়েছে কয়েকটি জগৎ বিখ্যাত ওষুধের কোম্পানির নাম। সেইগুলিই আমরা রোজ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এই হচ্ছে 'বিগ সায়েন্স'-এর নীতি। আমরা পয়সা দিয়েছি, কোমাকে গবেষণার পরিবেশ, পরিকাঠামো দিয়েছি তার বিনিময়ে আমরা ফল চাই, খুব দ্রুত, সবার আগে। তা দিতে পেরেছো, খুব ভালো, এই নাও তোমার টাকার থালে, টাটা, বাইবাই, আবার যদি দরকার হয় তোমাকে নিশ্চয় ডেকে আনব। প্রশ্ন হচ্ছে, এইভাবে কি বিজ্ঞান পৌঁছতে পারবে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে? সবাই বলবেন কেন, ক্ষতিটা কী? এই যে ভ্যাকসিন রেস হল, তাতে মানুষের কাছে ভ্যাকসিন কত তাড়াতাড়ি চলে এল, কত মানুষ দুনিয়াজুড়ে ভ্যাকসিন পেলেন, এসবই তো বিজ্ঞঅনের দান, আর কী চাই? এরপরেও থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন। প্রশ্নটা বিজ্ঞানের একেবারে গোড়ার, সেটা হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞানের দর্শন কী হওয়া উচিত? বিজ্ঞান চর্চার গোড়ার দিকে যদি আমরা একটু পিছন ফিরে তাকাই, তবে দেখব বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গের অর্থ আনুকূল্যে বিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন। সেই কাজ ছিল জনহিতকর। এবং সেই সময়ে যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল দূর্বল তা সত্ত্বেও বিজ্ঞান অনেকটাই সফলতা পেয়েছিল কোনও নির্দিষ্ট দেশের বেড়াজাল ভেঙে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে। বিজ্ঞানের সুফল সবাই উপভোগ করবেন, কোন নির্দিষ্ট কেউ নয়, এটা ছিল প্রায় সতঃসিদ্ধ। বিজ্ঞান যখন গুটি গুটি পায়ে এসে উনিশ শতকের গোড়ায় পৌঁছল, তখন একটা সমস্যা তৈরি হল। সমস্যাটাকে অনেকে 'বিজ্ঞানের বিস্ফোরণ' (এক্সয়েশন অফ সায়েন্স) বলেছেন। উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ছাপিয়ে গেল বিজ্ঞানের বিগত সাড়ে চারশ বছরের অবদানকে। বিজ্ঞানের এই বিপুল বেগের অগ্রগতি অনেক সুরনো ধ্যানধারণাকে তছনছ করে দিল। বিজ্ঞানের অপার সম্ভাবনা এই সময়ে মানুষের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণার এক মৌলিক বদল আনতে শুরু করে। এই বদল সম্পর্কে বিজ্ঞানের পুরোধা পুরুষদের অনেকেই অবগত ছিলেন এবং এই সময়ে বিজ্ঞানের দর্শনের একটা নতুন ভাবনা শুণু হয় যেটা পূর্ববর্তী 'পাশচাতোর আলোকিত কাল' (ওয়েস্টান' এনলাইটমেন্ট)-এর দর্শন অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই নতুন দর্শন কী হতে পারে, তা নিয়ে লেখালেখির শুরু আধুনিক পদার্থবিদ্যার জনক জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্যাস্কের হাত ধরে। তারপর হাইজেনবার্গ, ম্যাক্স বর্ন, শ্রয়ডিংআর এবং সর্বোপরি আইনস্টাইন এই বিষয়ে আলোকপাত করেন। এঁদের সবার আলোচনাতেই প্রকৃতি (নেচার) এক নতুন সমস্যা নিয়ে হাজির হল। প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করাই যে বিজ্ঞানের লক্ষ্য এ বিষয়ে কারুর মনে কোনও সংশয় ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকের গোড়ায় বিজ্ঞানীরা সংশয় প্রকাশ করে বলছেন যে বিজ্ঞান যখন প্রকৃতিকে প্রায় পুরোটাই ব্যাখ্যা করে ফেলেছে তখন বিজ্ঞান তার সামনে কী রেখে এগোবে? এই সময়ে অনেকেই তখন বিজ্ঞানকে নিয়ে এসে ফেললেন মনোজগতে, আধ্যাত্মিক জগতে। বিজ্ঞানের মূল যে লক্ষ্য, সত্যের সন্ধান, তা এই সময়ে যুক্ত হয়ে গেল আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে। এক ঝাঁক বিজ্ঞানী শুরু করলেন সংস্কৃত চর্চা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ধৃত মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের ২০ জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতের মেয়াদ বাড়ল

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.) : আর্থিক তছরূপের অভিযোগে গ্রেফতার দিল্লি সরকারের মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ ২০ জুলাই পর্যন্ত বাড়াল দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত। সত্যেন্দ্র জৈনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ আজ শেষ হলে তাকে আদালতে পেশ করা হয়।

গত ২৭ জুন আদালত সত্যেন্দ্র জৈনের বিচার বিভাগীয় হেফাজত আজ পর্যন্ত বাড়িয়েছিল। ১৮ জুন আদালত সত্যেন্দ্র জৈনের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। এরআগে ১৩ জুন আদালত সত্যেন্দ্র জৈনকে ১৪ দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠায়।

প্রসঙ্গত, গত ৩০ মে সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করা হয়। জৈনের উপস্থিতিতে ইডি-র পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, নগদ টাকা তাকে দিল্লিতে দেওয়া হয়েছিল। এই নগদ হাওয়ালার মাধ্যমে কলকাতার এন্ট্রি অপারেটরদের কাছে পৌঁছায়। এসব এন্ট্রি অপারেটররা শেয়ার কিনে কোম্পানিতে বিনিয়োগ করত। এগুলো ছিল ভুয়া কোম্পানি। এসব ভুয়া কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে কালো টাকা সাদা করা হচ্ছিল। ওই টাকা দিয়ে জমি কেনার কাজ হয়েছে।

ন্যাশনাল হেরাল্ডের আড়ালে বিপুল সম্পত্তি অর্জনের লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের : বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.) : ন্যাশনাল হেরাল্ড নিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে সোমবার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বলেছে, এটি ঋণের আড়ালে বিশাল সম্পদ অর্জনের লক্ষ্য কংগ্রেসের ছিল।

বিজেপির মুখপাত্র ডাঃ সুধাংশু ত্রিবেদী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করছে। কিন্তু এদেশে এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর সুযোগ না পেলে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কংগ্রেস একই বিরক্তিকর মনোভাবের একটি দল। তিনি আরও বলেন, ভারতের রাজনীতিতে দুর্নীতি, পরিবারতন্ত্র ও মারাত্মক তুষ্টিকরণে ভরা সংখ্যালঘুবাদের প্রবর্তক তথা তথাকথিত সব ধর্মনিরপেক্ষ দলের পথপ্রদর্শক কংগ্রেস পার্টি এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ করার চেষ্টা করে।

ত্রিবেদী বলেন, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় মোট ৯০ কোটি টাকা ঋণ ছিল। এই ঋণ শোধ করতে পারেনি কংগ্রেস পার্টির সংগঠন। একই সময়ে রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশনে ১০০ কোটি টাকার সাহায্য পৌঁছেছে। চিনের দূতাবাস থেকেও আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায়। কংগ্রেস নেতা রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশনকে এত আর্থিক সহায়তা দিতে পারতেন, তাহলে ন্যাশনাল হেরাল্ডকে কেন নয়? তিনি বলেন, এর অর্থ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল এখানে সম্পদ সংগ্রহ করা এবং সেখানেও ঋণের আড়ালে বিপুল সম্পত্তি অর্জন করা।

করিমগঞ্জের সুভাষনগরে পুকুরে সলিলসমাধি যুবকের

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জুলাই (হি.স.) : বছর ১৭-র এক তরতাজা যুবকের সলিল সমাধি ঘটেছে। হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরের দিকে করিমগঞ্জ শহরের সুভাষনগর এলাকায় অবস্থিত পূর্ত বিভাগের পুকুরে। নিহত যুবকটির নাম বিজয় দত্ত। তাঁর বাবা বিশ্বজিৎ দত্তের কাছে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তাঁদের মূল বাড়ি ধর্মনগর। ব্যবসার জন্য বর্তমানে তাঁরা করিমগঞ্জ রেলওয়ে কলোনিতে থাকেন।

জানা গেছে, আজ দুপুরে সুভাষনগরের পূর্ত বিভাগের পুকুরে স্নান করতে নামে বিজয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিজয়কে তাঁরা পুকুরে নামতে দেখেছেন। কিন্তু উঠে আসতে দেখেননি। কিছু একটা ঘটেছে সন্দেহ করে স্থানীয় জনৈক ব্যক্তি এসডিআরএফকে ফোন করেন। ফোন পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুকুরের জলে নেমে বিজয়ের খোঁজ শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর উদ্ধার হয় ছেলেটির দেহ। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তার তাকে মৃত বলে জানান।

একটি সূত্রে জানা গেছে, বিজয়ের নাকি হৃদরোগের সমস্যা ছিল। এদিন একটু খেলাধুলা করে সে ওই পুকুরে যায় স্নান করতে। কিন্তু এটা যে তার শেষ স্নান হবে তা সে ও তাঁর মা-বাবা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যুতে বাবা বিশ্বজিৎ দত্ত ও মা মৌসমী দত্ত শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন।

১৬ শিবসেনা সাংসদ রাষ্ট্রপতি পদে দ্রৌপদীকে ভোট দেওয়ার পক্ষে, বেকায়দায় উদ্ধব

মুম্বই, ১১ জুলাই (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে শিবসেনার ১৬ জন সাংসদ এনডিএর রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকেই সমর্থন জানানোর আর্জি পেশ করলেন উদ্ধব ঠাকরের কাছে। সোমবার দলীয় সাংসদদের বৈঠক ডেকেছিলেন শিবসেনা প্রধান। সেখানেই সব সাংসদ দ্রৌপদীকে সমর্থনের প্রস্তাব দেন। পরে শিবসেনা সাংসদ গজানন কীর্তিকার বলেন, দ্রৌপদী যেহেতু একজন আদিবাসী মহিলা, তাই আমাদের তাঁকেই ভোট দেওয়া উচিত। কারণ, মহারাষ্ট্রের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনও হুইপ জারির বিষয় থাকে না। সাংসদরা তাঁদের ইচ্ছে মত যাঁকে খুশি ভোট দিতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে উদ্ধবকে সাংসদদের প্রস্তাব মেনে নিতে হবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এর আগে পর্যন্ত শিবসেনা বিরোধী জোটের সম্মিলিত প্রার্থী যশবন্ত সিনহাকেই সমর্থনের কথা বলে এসেছে।

সাংসদদের এই প্রস্তাবে উদ্ধব আরও চাপে পড়ে গেলেন বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত। উদ্ধবের মূল অভিযোগ, বিজেপির মদতেই শিবসেনা বিধায়কদের মধ্যে ভাঙন ধরেছে। বিজেপি কলকাঠি নেড়েই উদ্ধবকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে বলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ।

ভারত বিশ্বের শাসক হতে চায় না, আমরা মনে করি গোটা বিশ্ব একটি পরিবার : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): ভারত বিশ্বের শাসক হতে চায় না, আমরা মনে করি গোটা বিশ্ব একটি পরিবার। বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সোমবার দিল্লিতে আয়োজিত 'আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন ডিফেন্স' বিষয়ক সম্মেলনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন কিছু সময় আগে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে বলেছিলেন, "এই ক্ষেত্রে যে নেতা হবে, সেই হবে বিশ্বের শাসক"... কিন্তু ভারত বিশ্বের শাসক হতে চায় না। আমরা বিশ্বাস করি গোটা পৃথিবী একটি পরিবার।' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স) উপর প্রাথমিক দৃষ্টি রেখে সমগ্র দেশে একাধিক ডিআরডিও ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সেন্টার অফ এক্সিলেন্স স্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ এদিন নতুন দিল্লিতে প্রতিরক্ষা উৎপাদন বিভাগ দ্বারা আয়োজিত প্রতিরক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রথম সিম্পোজিয়াম এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিং বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অ্যাপের প্রচারের জন্য প্রতিরক্ষা সেক্টরের পক্ষ থেকে অনেক প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের ৭৫ বছর উদযাপনের অংশ হিসাবে এবং প্রতিরক্ষায় 'আত্মনির্ভরতা' উদ্যোগকে উন্নীত করার জন্য, প্রতিরক্ষায় অ্যাপ্লিকেশন-সহ ৭৫টি নতুন-উন্নত আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স পণ্য এবং প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে।

সংক্রমণ কমে ১৬,৬৭৮; একদিনে ২৬ জনের মৃত্যু, ভারতে সক্রিয় রোগী ১.৩০-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে, আগের দিনের তুলনায় কিছুটা কমেছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬ হাজার ৬৭৮ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১.৩০-লক্ষের গণ্ডি অতিক্রম করেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সারা দিনে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬ হাজার ৬৭৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৭১৩-তে পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২,০২৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৩০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৪৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৮,৮৮,৭৭,৫৩৭ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৫,৪৫৪ জন (১.২০ শতাংশ)। রবিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৪,৬২৯ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৯,৮৩,১৬২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৫০ শতাংশ। ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার বেড়ে ৫.৯৯ শতাংশে পৌঁছেছে।

পালানিস্বামীকেই পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান; ১৬টি প্রস্তাব পাশ, বৈঠক ঘিরে তুমুল সংঘর্ষ

চেন্নাই, ১১ জুলাই (হি.স.): প্রত্যাশিতই ছিল, তামিলনাড়ুর প্রধান বিরোধী দল এআইএডিএমকে সোমবার এডাপ্পাডি কে পালানিস্বামীকে দলের অন্তর্বর্তীকালীন সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করেছে এবং তাঁকে সংগঠন পরিচালনা করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করেছে। সোমবার চেন্নাইয়ের ভানাগারামে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি এবং সাধারণ পরিষদের সভায়, এআইএডিএমকে যথাক্রমে ও পন্নীরসেলভম এবং ই কে পালানিস্বামীর দ্বারা অধিষ্ঠিত সমন্বয়কারী এবং যুগ্ম সমন্বয়কের পূর্বের দু"টি শীর্ষ পদ বাতিল করার অনুমোদন দিয়েছে।

সোমবার সকালে মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশের পর দলের দুই গোষ্ঠীর হাতাহাতি বাধে। ব্যাপক ঝামেলার মধ্যেও শেষমেশ সাধারণ পরিষদ ১৬টি প্রস্তাবই পাশ করিয়ে নিয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম ছিল পালানিস্বামীকে দলের অন্তর্বর্তী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা। এছাড়াও আগামী ৪ মাসের মধ্যে দলের স্থায়ী সাধারণ সম্পাদক পদের নির্বাচন করা হবে বলেও প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। একইসঙ্গে কোঅর্ডিনেটর ও যুগ্ম কোঅর্ডিনেটর পদ দু'টির অবলুপ্তি ঘটানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের সবুজ সংকেত পেয়ে এদিন সকালেই এআইএডিএমকে-র "বিতর্কিত" সাধারণ পরিষদের বৈঠক হয়। তার আগে এই বৈঠককে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে যায় চেন্নাইয়ে। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন শাসকদলের দুই শিবিরে তুমুল মারামারি, হাতাহাতি লাগে প্রধান কার্যালয়ের বাইরে। প্রাক্তন মন্ত্রী ও পন্নীরসেলভম গোষ্ঠীর আর্জি মাদ্রাজ হাইকোর্ট নাকচ করে দেওয়ার পরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পন্নীরসেলভম গোষ্ঠী উচ্চ আদালতে সাধারণ পরিষদ বৈঠক স্থগিত রাখার আবেদন জানিয়েছিল। কারণ এই বৈঠকে অন্তর্বর্তী সাধারণ সম্পাদক পদটিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা এবং কোঅর্ডিনেটর ও যুগ্ম কোঅর্ডিনেটর পদ দু'টির অবলুপ্তি ঘটানোর প্রস্তাব আনা হয়। সেটা আঁচ করেই পন্নীরসেলভমেরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

এদিন সকালে এআইএডিএমকে অফিসে ভাঙচুর চালান পন্নীরসেলভম গোষ্ঠীর অনুরাগীরা। পালানিস্বামীর ছবিতে চপ্পল দিয়ে চড় মারা হয়, পরিস্থিতি ক্রমেই বেগতিক হয়ে ওঠে। এআইএডিএমকে সদর দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখান পন্নীরসেলভম গোষ্ঠীর অনুরাগীরা। লাঠিসোঁটা, পাথর ছোড়া এমনকী ধারালো অস্ত্র নিয়ে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছেন। বেশ গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।

ডিমা হাসাওয়ের বরখাস্ত চিকিৎসক সহ নয় স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে তদন্ত-রিপোর্ট মঙ্গলবার, অপরাধ প্রমাণিত হলে কড়া শাস্তি, জানান স্যামুয়েল

হাফলং (অসম), ১১ জুলাই (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার মাইবাং মহকুমার অন্তর্গত খেপ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক জেসি এন সুনতাক সহ মোট নয়জন বরখাস্ত স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে বিভাগীয় তদন্ত। জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে আজ সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে এ কথা জানিয়েছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীনস্থ স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যনির্বাহী সদস্য স্যামুয়েল সাংসন।

আজ স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তার কার্যালয়ে পার্বত্য পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য স্যামুয়েল সাংসন যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. কল্পনা কেম্প্রাইকে পাশে বসিয়ে বলেন, কর্তব্যে গাফিলাতির অভিযোগে খেপ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এক চিকিৎসক, দুই ফার্মাসিস্ট, দুজন জিএনএম, দুজন এএনএম এবং দুজন স্বাস্থ্যকর্মীকে গতকাল রবিবার চাকরি থেকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। নয়জনের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে বিভাগীয় তদন্ত। তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রধানসচিব টিটি দাওলাগাপু, স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি রেবেকা সাংসন, স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. কল্পনা কেম্প্রাই ও মাইবাং এবং লাংটিং স্বাস্থ্য ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডা. রশ্মি হোজাইকে। তিনি জানান, তদন্ত কমিটি রবিবার খেপ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে বিভিন্ন জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে। দীর্ঘদিন থেকেই এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, খেপ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এঁরা অনুপস্থিত থাকেন। সাংবাদিক সম্মেলনে স্যামুয়েল সাংসন বলেন, রবিবার সাড়ে দশটা নাগাদ প্রিসাডিমিক গ্রামের রঞ্জিতা সেংইয়ং নামের এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে তাঁর স্বামী খেপ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। সে সময় ওই মহিলা প্রসব বেদনায় কাঁতরাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে দেখেন তালা ঝুলছে, নেই কোনও স্বাস্থ্যকর্মী। তার মধ্যেই ওই অন্তঃসত্ত্বা মহিলার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বারান্দায় তাঁর ব্লিডিং শুরু হয়। এক সময় খেপ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বারান্দায় একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন মহিলাটি।

ওই ঘটনার খবর পেয়েই উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা তাঁকে (নিজের নির্বাচন কেন্দ্র দিগের কুকিতে অবস্থিত স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী সদস্য স্যামুয়েল সাংসন) বিষয়টি দেখার কথা বলেন। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে তিনি (বক্তা স্যামুয়েল সাংসন) খেপ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি জেনে তাৎক্ষণিকভাবে স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. কল্পনা কেম্প্রাইকে ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এর পর গতকাল রবিবার ছুটির দিন থাকার পরও স্বাস্থ্য যুগ্ম-অধিকর্তা ওই নয় স্বাস্থ্যকর্মীকে সাময়িকভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে এঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন। রবিবারই ওই তদন্ত কমিটি খেপ্রে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

স্যামুয়েল বলেন, আজ সোমবার সন্ধ্যা কিংবা আগামীকালের মধ্যেই এই তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট দাখিল করবে। ওই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় ৪০টি চিকিৎসকের পদ খালি রয়েছে। তবে এমবিবিএস পাশ করে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে চিকিৎসককে গ্রামীণ এলাকায় এক বছর কাজ করতে হয়। খেপ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক জেসি এন সনতাক এক বছরের জন্য সেখানে কর্মরত রয়েছেন। তবে এ ধরনের চরম গাফিলাতি কোনও অবস্থায় বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়ে স্যামুয়েল সাংসন বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় যে ৪০টি চিকিৎসকের পদ খালি পড়ে আছে, ওই পদগুলিতে আপাতত ঠিকাভিত্তিক চিকিৎসক নিয়োগ করার কথা চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।

করিমগঞ্জ পুরসভার "ডনেশন" আদায়ের সিদ্ধান্ত অনতিবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জেলা কংগ্রেসের, অন্যথায় গণ-আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জুলাই (হি.স.) : স্বাধীনতা---পূর্ব ঐতিহ্যবাহী করিমগঞ্জ পুরসভায় "ডনেশন" সংস্কৃতি আমদানি করে বিজেপি পরিচালিত পুরসভা এক তুঘলকি কাণ্ড শুরু করেছে। পুর এলাকার নাগরিকদের সঙ্গে কোনও ধরনের আলাপ-আলোচনা না করে এভাবে "ডনেশন"-এর নামে নাগরিকদের ওপর অতিরিক্ত অর্থের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া কংগ্রেস দল কোনও অবস্থায় মেনে নেবে না। প্রয়োজনে পুরসভার এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পুরবাসীর স্বার্থে জেলা কংগ্রেস তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে। সোমবার দলীয় সদর কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই হুঙ্কার দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী।

পুরসভার বোর্ড মিটিঙে গৃহীত জনস্বার্থ-বিরোধী হঠকারী এই সিদ্ধান্ত পুরবাসী কোনও অবস্থায় মেনে নেবেন না। কংগ্রেসি পুর কমিশনারদের জোর আপত্তি সত্ত্বেও বোর্ড মিটিঙে একতরফাভাবে দ্বিতল গৃহ নির্মাণের জন্য দশ হাজার এবং ত্রিতল গৃহ নির্মাণের জন্য ১৫ হাজার টাকা "ডনেশন" নেওয়ার সিদ্ধান্তের তীব্র ভাষায় নিন্দা জানান জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী। সেই সঙ্গে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা নিয়ে পুরপতি রবীন্দ্র দেবের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক মর্যাদা হানির অভিযোগ তুলেছেন তিনি। রজত চক্রবর্তী বলেন, পুরপতির এই চেয়ার অলঙ্কৃত করেছিলেন রণেন্দ্রমোহন দাস, নলিনীকান্ত দাসের মতো শহরের অনেক নমস্য ব্যক্তি। কিন্তু রবীন্দ্র দেব এই চেয়ারের মর্যাদা হানি করেছেন। পুরপতি একটি সাংবিধানিক পদ। অসংযত ও অসাংবিধানিক মন্তব্য করে পুরপতির চেয়ারের মর্যাদা হানি না করতে রবীন্দ্র দেবকে পরামর্শ দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী।

উত্তর করিমগঞ্জের জনগণ টানা তিনবার কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে বিধায়ক নির্বাচিত করেছেন। তাই পুরপতি রবীন্দ্র দেব বিধায়ক কমলাক্ষকে উদ্দেশ্য করে সংবাদ মাধ্যমের সামনে যে সব কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, এতে উত্তর করিমগঞ্জের জনগণ মানসিকভাবে আহত হয়েছেন। বিধায়কের উদ্দেশ্যে এমন সব মন্তব্য দল অথবা কর্মী সমর্থকরা কোনও অবস্থায় বরদাস্ত করবেন না। ভবিষ্যতে বিধায়ক কমলাক্ষকে উদ্দেশ্য করে এ ধরনের অসাংবিধানিক মন্তব্য করা থেকে পুরপতি রবীন্দ্র দেবকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী। তিনি আরও বলেন, 'পুরসভার বোর্ড মিটিঙে গৃহীত সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিজেপি দলের কোন সম্পর্ক নেই।

এটা সম্পূর্ণরূপে পুরসভার সিদ্ধান্ত।' জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের এমন দায়সারা মন্তব্যেরও তীব্র ভাষায় নিন্দা জানান রজতবাবু। উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, পঞ্চায়েত মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস কর্তৃক গৃহীত একটি জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী খারিজ করে দিয়েছিলেন এবং সে সময় প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সমর্থন করেছিলেন। জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য প্রথমে একজন পুর নাগরিক। তার পর দলের জেলা সভাপতি। তিনি কীভাবে পুরপতির এমন জনস্বার্থ বিরোধী ও হঠকারী সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানালেন? এ নিয়েও এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী।

যেহেতু পুর নির্বাচনের সময় দলীয় প্রার্থীর হয়ে সুব্রতবাবু পুরবাসীর ভোট ভিক্ষা করেছিলেন, সেই হেতু বিজেপি পরিচালিত পুরসভার এমন অনৈতিক ও জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো তাঁর নৈতিক দায়িত্ব বলেও আজকের সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি।

বিজেপি পরিচালিত পুরসভা কর্তৃক গৃহীত "ডনেশন" আদায়ের সিদ্ধান্ত অনতিবিলম্বে প্রত্যাহারের জোরালো দাবি জানান তিনি। অন্যথায় পুরবাসীকে সঙ্গে নিয়ে জেলা কংগ্রেস পুরসভার স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে চরম হুঁশিয়ারি দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্যতম উপ-সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, নবেন্দু শর্মা পুরকায়স্থ প্রমুখ।

প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি গুজরাটে; ভূপেন্দ্রর সঙ্গে মোদীর কথা, সমস্ত সাহায্যের আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): গত কয়েক দিন ধরে অবিরাম ভারী বৃষ্টি হচ্ছে গুজরাটে, বিপর্যস্ত রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ। বেশ কয়েকটি নদীর জলস্তর বেড়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সোমবারই আহমেদাবাদের সমস্ত স্কুল এবং কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। আগামী পাঁচ দিন চলবে এমনই ভারী বৃষ্টি। এই পরিস্থিতিতে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলকে ফোন করে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যের কিছু অংশে বন্যার মত পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল গুজরাটের কিছু অংশে ভারী বর্ষণ এবং সম্ভাব্য বন্যার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন। এনডিআরএফ-এর অতিরিক্ত দল পাঠানো-সহ কেন্দ্র থেকে সমস্ত সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, গত ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণ ও মধ্য গুজরাটের অনেক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হয়েছে। গুজরাটে এখন মৌসুমি বায়ু সক্রিয়। দক্ষিণ গুজরাটের নভসারি এবং ভালসাদ জেলার বিচ্ছিন্ন জায়গায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। সুরাট, ডাং, আনন্দ, তাপি, ছোট উদেপুর, নর্মদা, ভাদোদরা এবং দাদরা নগর হাভেলির কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন জায়গায়ও খুব ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। গুজরাতের খেরা জেলার নাদিয়াদে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ছোটা উদয়পুরে ভেঙে পড়েছে একটি সেতু।

ভূমি সমস্যা সমাধানের দাবিতে সারা অসম বাঙালি যুব-ছাত্র ফেড-এর বিষ্ণুপুর আঞ্চলিক কমিটির ব্যাপক কর্মসূচি বিজনিতে

বিজনি (অসম), ১ জুলাই (হি.স.) : ভূমি সমস্যা সমাধানের দাবিতে সারা অসম বাঙালি যুব-ছাত্র ফেডারেশনের বিষ্ণুপুর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে আজ সোমবার ব্যাপক কর্মসূচি পালিত হয়েছে চিরাং জেলার বিজনিতে। ভূমি সমস্যা সমাধানের দাবিতে আজ বিজনির বৃহত্তর বিষ্ণুপুর অঞ্চলের একাংশ জনতা অগ্রং হাইস্কুলের খেলার মাঠে ভূমির পাট্টা প্রদানের দাবিতে ধরনা কর্মসূচি পালন করেছে সারা অসম বাঙালি যুব-ছাত্র ফেডারেশনের বিষ্ণুপুর আঞ্চলিক কমিটি।

ধরনা কর্মসূচির পর ফেডারেশন একটি প্রতিবাদী সভার আয়োজন করে। সভায় সারা অসম বাঙালি যুব-ছাত্র ফেডারেশনের বিষ্ণুপুর আঞ্চলিক কমিটির বিভিন্ন পদাধিকারী বলেন, ৭০ বছর ধরে বৃহত্তর বিষ্ণুপুর এলাকার মানুষ তাঁদের জমির খাজনা দিয়ে আসছেন। অথচ রাজ্যের বিজেপি মিত্রজোট সরকার গঠন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট জমির মালিকদের খাজনা নেওয়া সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। তাই এই সমস্যা সমাধান না হলে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তাঁরা ভোট বর্জন করবেন, দিয়েছেন এই হুংকার।

অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে বিরোধীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাজনাথের, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বললেন দারুণ হয়েছে বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্প নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে "ফলপ্রসূ" বৈঠক করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৈঠক শেষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, দারুণ বৈঠক হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বিরোধী দলের নেতারা ছিলেন এই বৈঠকে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে অগ্নিপথ প্রকল্পের বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সন্দেহ স্পষ্ট করেন।

প্রতিরক্ষা সচিব, তিন বাহিনীর প্রধান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অন্যান্য ঊর্ধতন কর্মকর্তারাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। রাজনাথ সিংয়ের পৌরহিত্যে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কমিটিতে ২০ জন সদস্য রয়েছেন, যার মধ্যে ১৩ জন লোকসভা এবং প্রায় ৭ জন রাজ্যসভা থেকে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ রয়েছে। লোকসভায় কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী, ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রধান ফারুক আবদুল্লাহ এবং তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন।

প্রবল বৃষ্টিতে ভিজল দিল্লি, ঘর্মাক্ত গরম থেকে স্বস্তি পেল সমগ্র রাজধানী

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): ঘর্মাক্ত গরম থেকে দিল্লিবাসীকে স্বস্তি দিল প্রবল বৃষ্টি। সোমবার দুপুরের পর থেকে আচমকাই আবহাওয়া বদলে যায় রাজধানীতে, শুরু হয় অঝোরে প্রবল বৃষ্টি। গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি কাটিয়ে মনোরম পরিবেশ ফিরেছে দিল্লিতে। একধাক্কায় তাপমাত্রার পারদ কমে ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। বৃষ্টির সৌজন্যে ঘর্মাক্ত গরম ও আর্দ্রতার অবসান হয়েছে দিল্লিতে।

রাজধানী দিল্লিতে অনেকদিন হয়েছে বর্ষা ঢুকে পড়েছে, কিন্তু সেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ছিল। এদিন সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা ছিল দিল্লির আকাশ, কিন্তু দুপুরের পর থেকে দিল্লির প্রায় সর্বত্রই বৃষ্টিপাত হয়েছে, যেমন কৈলাসের পূর্ব, উত্তর-পশ্চিমে বুরারি, পূর্ব দিল্লিতে শাহদারা, পাটপারগঞ্জ এবং মধ্য দিল্লিতে আইটিও ক্রসিং এবং ইন্ডিয়া গেট প্রভৃতি জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির সৌজন্যে গরম একেবারেই উধাও হয়ে গিয়েছে দিল্লি থেকে।

জেইই মেইন-২০২২ ফলাফল ঘোষণা, ১৪ জন ছাত্রের ১০০ পার্সেন্টাইল

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.) : ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) সোমবার জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (জেইই) মেইন-২০২২-র প্রথম সেশনের ফলাফল ঘোষণা করেছে। এবার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স পরীক্ষায় মোট ১৪ জন শিক্ষার্থী ১০০ পার্সেন্টাইল পেয়েছে।

গত ২৩, ২৪, ২৫, ২৬,২৭, ২৮ এবং ২৯ জুন ২০২২-এ পেপার-১ (বিই/বি-টেক) এর এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ৪০৭টি শহরের ৫৮৮টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষাটি ১৩টি ভাষায় পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। এতে মোট ৮,৭২,৪৩২ জন প্রার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন, যার মধ্যে ৭,৬৯,৫৮৯ জন উপস্থিত ছিলেন। জেইই মেইন সেশন ১-এ ১০০ শতাংশ প্রাপ্ত ১৪ জন ছাত্রের মধ্যে চারজন তেলেঙ্গানার, তারপরে অন্ধ্র প্রদেশের তিনজন। অসম, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব এবং কর্ণাটকে একজন করে রয়েছেন।

ডিমা হাসাওয়ে করোনায় আক্রান্ত চার

হাফলং (অসম), ১১ জুলাই (হি.স.) : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে ডিমা হাসাও জেলায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি বহু এলাকায় বাড়িঘর ভূমিধস এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বহু মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন। অতি সাম্প্রতিককালের প্রাকৃতিক দুর্যোগের রেশ কাটতে না-কাটতেই পাহাড়ি জেলায় এবার করোনাও চোখ রাঙাতে শুরু করেছে। সমগ্র দেশের পাশাপাশি অসমের বিভিন্ন জেলায় প্রতিদিনই করোনা রোগীর তথ্য প্রকাশ হচ্ছে। সমগ্র দেশে করোনার চতুর্থ ঢেউ আবার আতঙ্ক বাড়াচ্ছে। এই অবস্থায় ডিমা হাসাও জেলায় নতুন করে চার জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। রবি ও সোমবার মিলে দুদিনে চারজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ।

ডিমা হাসাও জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার পাহাড়ি জেলায় তিনজন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর আজ সোমবার একজনকে করোনায় আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ডিমা হাসাওয়ে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা চার জন। তবে এই চার জনকেই হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিক্ষা গ্রহণে শিশুর অক্ষমতা বোঝার উপায়

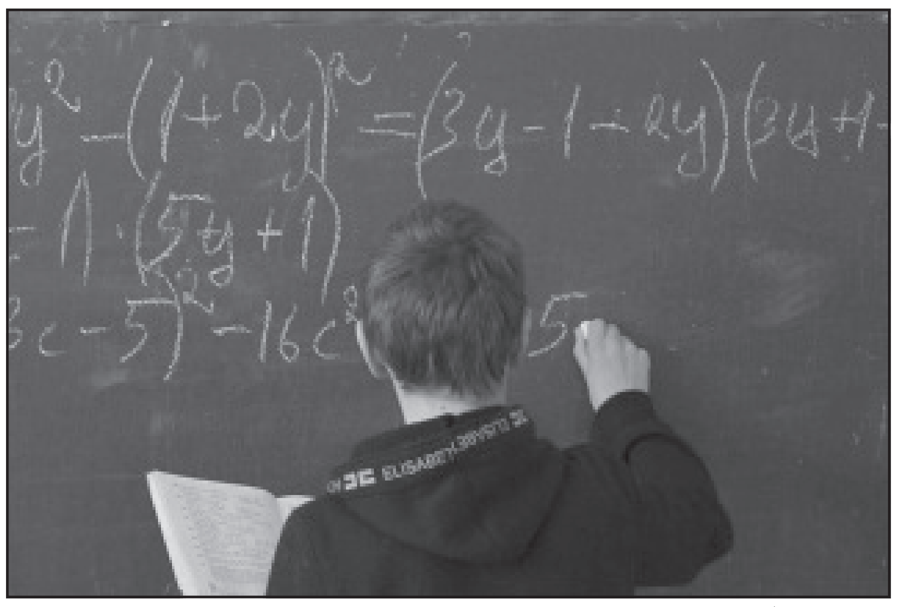

'ডিসকালকুলিয়া' সমস্যা থাকলে শিশুর কোনো কিছু শিখতে বা বুঝতে সমস্যা হয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভাষায় 'ডিসকালকুলিয়া' এক ধরনের শেখার অক্ষমতা। এই সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণ উপায়ে যে কোনো সংখ্যাযুক্ত তথ্য কিংবা পদ্ধতি শিখতে, বুঝতে ও রপ্ত করতে পারেনা।

ফলে যেকোনো হিসাব, সংখ্যার ক্রম ও গাণিতিক যুক্তি তাদের বুঝতে সমস্যা হয়। পাশাপাশি একটি সংখ্যার সঙ্গে আরেকটি সংখ্যার সম্পর্ক, সাংকেতিক চিহ্ন, দিক নির্দেশনা, সময় দেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয় অস্বাভাবিক মাত্রায়।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো বিস্তারিত।

লক্ষণ স্বাভাবিক যেকোনো হিসাব বুঝতে না পারার সমস্যার তীব্রতা নির্ভর করবে এর কারণ এবং যিনি পারছেন না তার বয়সের ওপর। বিভিন্ন বয়সে শিশুদের মাঝে 'ডিসকালকুলিয়া'র লক্ষণ বিভিন্ন হতে পারে।

স্কুলের আগে: দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সিদের অক্ষরজ্ঞানে হাতেখড়ি হয়। 'ডিসকালকুলিয়া'র সমস্যা থাকলে এসময় শিশুর ১ থেকে ১০ গুনতে অস্বাভাবিকমাত্রায় সমস্যা দেখা দেবে। এই সমস্যা ১০০ পর্যন্ত গুনতে না পারা পর্যন্তও গড়াতে পারে।

অনেকগুলো বস্তু একটি একটি করে গুনতে অসুবিধা হতে পারে। সেই সঙ্গে একই সংখ্যক বস্তুর একাধিক সমষ্টিকে একটি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় এই ধারণা তাদের বুঝতে অসুবিধা দেখা দেবে।

যেমন- পাঁচ সংখ্যাটি দিয়ে পাঁচটি আঙুল, পাঁচটি কলা, পাঁচটি কুকুর এই সবগুলোকেই চিহ্নিত করা যায় সেটা তারা ধরতে পারে না। এক থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো লিখতে বা চিনতে সমস্যা হয়। আবার সংখ্যার ক্রমানুসারে গোনার সময় কিছু সংখ্যা বাদ পড়ে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকার অবস্থায়: ছয় থেকে ১৩ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে সমস্যার চেহারা পাল্টায়। দুই, পাঁচ ও ১০ এর ঘরের সংখ্যাগুলো গুনতে সমস্যা হয়। মনে মনে অঙ্ক কষতে পারে না। যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ ইত্যাদির চিহ্নগুলো চিনতে পারে না। একটি সংখ্যা থেকে আরেকটি সংখ্যা ছোট কিংবা বড় এই বিষয়টা মাথায় আসে না। সাধারণ যোগ যেমন- ১০ এর সঙ্গে ১০ যোগ করলে ২০ হয়, এটা তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় আবার পাঁচের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে যদি ১০ হয়, তবে ১০ থেকে পাঁচ বাদ দিয়ে পাঁচ হবে, এই সম্পর্ক তারা বুঝতে পারেনা।

ডান, বাম চিনতেও অসুবিধা হতে পারে। সংখ্যাভিত্তিক যেকোনো খেলা তারা এড়িয়ে চলবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়: এই সময়ে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ করতে তাদের অস্বাভাবিক ধরনের অসুবিধা দেখা যায়। মানচিত্র, তালিকা, গ্রাফ ইত্যাদি তারা বুঝতে পারেনা। দৌড়ানো, যানবাহন চালানো ইত্যাদি যেসব কাজে গতি ও দূরত্বের আন্দাজ থাকা জরুরি সেই কাজগুলোতে তারা প্রচণ্ড দ্বিধাগ্রস্ত হয়।

রোগ চেনার উপায়

সব লক্ষণ বাবা-মা কিংবা অভিভাবকদের চোখে নাও পড়তে পারে। তাই সন্দেহ হলে প্রথমেই সন্তানের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। পেশার খাতিরে একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমায় একজন শিশুর কতটুকু জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক সেটা শিক্ষকরাই ভালো জানবেন। 'ডিসকালকুলিয়া'তে আক্রান্ত সব শিশুর লক্ষণ পুরোপুরি এক হবে না। তাই সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতেই হবে। গুনতে না পারাই এই রোগ চিহ্নিত করার প্রধান উপায়। বিভিন্ন আকার-আকৃতি চেনা এবং আঁকতে পারা অঙ্কের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই স্মৃতি থেকে কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি আকঁতে পারছে কি-না সেটাও 'ডিসকালকুলিয়া' চেনার একটি পদ্ধতি। এমন আরও বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমেই বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন শিশুর এই সমস্যা আছে কি-না, আর থাকলে তার তীব্রতা কতটুকু।

ভিটামিন ই সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজনীয়তা

ভিটামিনের অভাব পূরণের জন্য 'সাপ্লিমেন্ট' প্রায় সকলের কাছে সহজ একটা উপায় হিসেবে পরিচিত। আর মানুষ এটাও ভেবে নেয় যে প্রয়োজন না থাকলেও কোনো পুষ্টি উপাদানের 'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়া কখনই ক্ষতিকর নয়।

'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়ার এই হুজুগের মাঝে অন্যতম হল ভিটামিন ই।

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড মেডিকাল স্কুলের পরিসংখ্যান বলে, ৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সি মানুষের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মানুষ প্রতিদিন ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেন। তবে তা উপকারের চাইতে তাদের ক্ষতিই করে বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের বিশেষজ্ঞদের দাবি, "ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' সচেতনভাবে এড়িয়ে চলা উচিত। এর স্বাস্থ্যগত উপকারিতার পেছনে শক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা নেই বললেই চলে। উল্টা কিছু মানুষের ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর।"

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট'য়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অংশ ভিটামিন ই: গমের অঙ্কুর থেকে তৈরি তেল, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, পার্সলে, অ্যাভোকাডো, কুমড়ার দানা, সূর্যমুখীর বীজ, পালংশাক ইত্যাদিসহ আরও অনেক খাবার থেকে ভিটামিন ই মেলে। এই ভিটামিনটি মূলত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ঘরানার।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফল হেলথ (এনআইএইচ)'য়ের 'অফিস অফ ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টস'য়ের ভাষ্যমতে, "অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট'য়ের কাজ হল 'ফ্রি র্যাফডিক্যাল' বা মুক্ত মৌলের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে

শরীরের কোষকে রক্ষা করা। এই মুক্ত মৌলই দায়ী ক্যান্সার ও হৃদরোগের মতো দূরারোগ্য ব্যাধির জন্য।"

ভিটামিন ই একটি একক বস্তু নয়, একাধিক উপাদানের সমষ্টি, যা অসংখ্য উদ্ভিজ্জ খাবারে পাওয়া যায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ১৫ গ্রাম ভিটামিন ই প্রয়োজন। আর তার সবটুকুই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস থেকে সহজেই যোগান দেওয়া সম্ভব।

অপরিদিকে, ভিটামিন সি শরীরে সংরক্ষণ হয় না। তবে ভিটামিন ই'য়ের সেই সমস্যা নেই। দৈনিক ভিটামিন ই'য়ের চাহিদা পূরণ হওয়ার পর অবশিষ্টটুকু তাৎক্ষণিত শরীর জমা করে রাখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য।

অতিরিক্ত ভিটামিন ই: এনআইএইচ'য়ের অফিস অফ ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টস'য়ের মতে, ভোজ্য উৎস থেকে অতিরিক্ত ভিটামিন ই শরীরের জমা হলে সমস্যা হয় না। তবে উৎস যদি 'সাপ্লিমেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন।

অতিরিক্ত ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা নষ্ট করে, ফলে সামান্য কাটাছড়ায় প্রচুর রক্তপাত হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ একদিনে সর্বোচ্চ ১০০০ মি.লি. গ্রাম পর্যন্ত ভিটামিন ই গ্রহণ করতে পারেন কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। এর বেশি হলে সমস্যা হবে তার উৎস যাই হোক না কেনো।

আবার 'সাপ্লিমেন্ট' থেকে ভিটামিন ই আসলে এই সর্বোচ্চ মাত্রার নিচেও সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এক গবেষণায় দেখা যায়, যেসব পুরুষ কয়েক বছর ধরে প্রতিদিন ১৮০ মি.লি.গ্রাম 'সিনথেটিক' ভিটামিন ই গ্রহণ করেছেন, তাদের 'প্রস্টেট ক্যান্সার'য়ের ঝুঁকি অন্যান্যদের তুলনায় কয়েকগুন বেশ ছিল।

ওষুধের সঙ্গে বিক্রিয়া: এনআইএইচ'য়ের দাবি, ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' বিভিন্ন ওষুধের সঙ্গে মিলে ওই ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট করা কিংবা পার্শ-প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। যেমন- 'অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট' ও 'অ্যান্টিপ্লেটলেট' ধরনের ওষুধের সঙ্গে মিলে ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট করে রক্তপাতের মাত্রা বাড়ায়। আবার অন্যান্য 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' নিষ্ক্রিয় করতেও সক্ষম ভিটামিন ই'য়ের 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট'। কেমোথেরাপি ও অন্যান্য রেডিয়েশন থেরাপি'য়ের কার্যকারিতাও কমায় ভিটামিন ই। ভিটামিন ই'য়ের অভাব দুর্লভ ঘটনা এই ভিটামিনটি এতো বেশি খাবারে পাওয়া যায় যে এর অভাব তৈরি হওয়ার ঘটনা খুব কমই দেখা যায়। আর একই কারণে এই ভিটামিনের 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণ করার পরামর্শ খুব কমই দেন বিশেষজ্ঞরা।

যারা গ্রহন করেন, বেশিরভাগই নিজের সিদ্ধান্তে। প্রয়োজন নেই তারপরও ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়া কতটুকু ক্ষতিকর বা আদৌ ক্ষতিকর কি-না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতান্তর আছে।

আর শুধু ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট'ই নয়, যেকোনো ভিটামিন 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণ করার আগে এমনকি যে কোনো ওষুধ সেবনের আগে তা প্রয়োজন আছে কি-না সে ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ওজন কমাতে সকালে দুবার নাস্তা

সকালের নাস্তায় দিনের অন্যান্য বেলার খাবারের তুলনায় ভারী ও পুষ্টিকর খাবার বেছে নেওয়াকে স্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ এতে বিপাকক্রিয়ার গতি বাড়ে, লম্বাসময় পেট ভরা থাকে এবং চর্বি ও ক্যালরি খরচের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

এই ধারনা অনুসরণ করতে অনেকেই সকালে দুইবার নাস্তা খান অনেকেই। ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই হালকা কিছু থেকে সামান্য হাঁটাহাঁটি বা 'জগিং' করে এসে আবার ভারী নাস্তা খাওয়া হয়। এতে সকালের খাবারটা ভারী হয়।

স্বাস্থ্য ও ওজন নিয়ন্ত্রণের উপর এর সার্বিক প্রভাব সম্পর্কে জানানো হলো খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনের আলোকে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে: যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অফ কানেটিকাট'য়ের বিশেষজ্ঞরা ১২টি বিদ্যালয়ের ৬শ' শিক্ষার্থীকে নিয়ে দুই বছর ধরে গবেষণা চালান এই বিষয় সম্পর্কে জানতে।

পুরো সময় ধরে তাদের খাদ্যাভ্যাস পর্যবেক্ষণ করা হয়। এতে বেরিয়ে আছে দৈনিক খাবার গ্রহণের ছয়টি ভিন্ন অভ্যাস। সেগুলো হল- সকালের নাস্তা বাদ দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকাবস্থায় অনিয়মিতভাবে খাওয়া, ঘরে খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় না থাকা, বিদ্যালয়ে থাকাকালে অতিরিক্ত খাওয়া, বাসায় উল্টোপাল্টা খাওয়া এবং সকালে দুইবার নাস্তা খাওয়া।

গবেষকদের দাবি, সকালে হালকা কিছু খাওয়ার মাধ্যমে বিপাকক্রিয়া সক্রিয় হয়। এরপর এক থেকে দুই ঘণ্টা বিরতির দিয়ে আরেকবার ভারী নাস্তা খেলে দুপুরের খাবার খাওয়া আগ পর্যন্ত ক্ষুধা অনুভূত হয় না। পাশাপাশি উল্টোপাল্টা 'স্ন্যাকস' খাওয়া ইচ্ছা দেখা দেয় না বললেই চলে। আর গবেষণার শেষে দেখা যায়, যারা সকালের দুবার নাস্তা খায় তাদের তুলনায় যারা সকালে একেবারেই কিছু খায় না তাদেরই দীর্ঘমেয়াদে ওজন বেড়েছে বেশি।

দুইবার নাস্তা খাওয়া সঠিক উপায় প্রথম নাস্তা খেতে হবে ঘুম থেকে ওঠার এক ঘণ্টার মধ্যে। এরপর বেরিয়ে যেতে পারেন শরীরচর্চায়। হাঁটাহাঁটি, দৌড়ানো, 'স্ট্রেচিং', 'কার্ডিও' ব্যায়ামই যথেষ্ট এসময়। তবে ভারী ব্যায়ামও করতে পারেন। শরীরচর্চা শেষে হাতমুখ ধুয়ে এবার বসতে হবে মূল সকালের নাস্তায়। শরীরচর্চা এ সময় ক্ষুধা তৈরি করবে। ফলে সকালের খেতে ইচ্ছা না হওয়ার সমস্যাটা থাকবে না। মূল নাস্তায় প্রোটিনের মাত্রা বেশি রাখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। আসলে বিষয় হল সকালে দুইবার খাওয়া ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ উপকারী হওয়া সম্ভব যদি তা সঠিকভাবে এবং নিয়মিত মেনে চলা হয়। এখানে অবশ্যই খাবারের পরিমাণের দিকে তীক্ষ্ণ নজর থাকতে হবে। খাবারের তালিকা খুব বেশি জটিল করা যাবে না। 'লিন প্রোটিন' বা চর্বি হীন মাংস, ভোজ্য আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ খাবারগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর সকালের ভারী খাওয়ার পর দুপুর ও রাতের খাবারের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ক্ষুধা নেই, তবে মজার খাবার পেয়ে জোর করে দুপুরে কিংবা রাতে বেশি খেলে সবই হবে পণ্ডশ্রম।

অবসাদ কীভাবে কাটাবেন ?

পাহাড়প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে। চোখ বন্ধ করে বুকভরে শ্বাস নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা হটানোর চেষ্টা করুন। দিনের শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০ মিনিট সময় বের করে নিন। ওই ৩০ মিনিট ধ্যান করুন। শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভালো থাকবে। তাই শরীর সুস্থ রাখুন। রোজ সকালে নিয়ম করে তাই যোগা বা জগিং করুন। ব্যায়ামও কতে পারেন। হাসি মন ভাল করে দেয়। প্রাণ খুলে হাসুন। পজিটিভ এনার্জি পাবেন। অবসর সময়ে বিশ্রাম করে

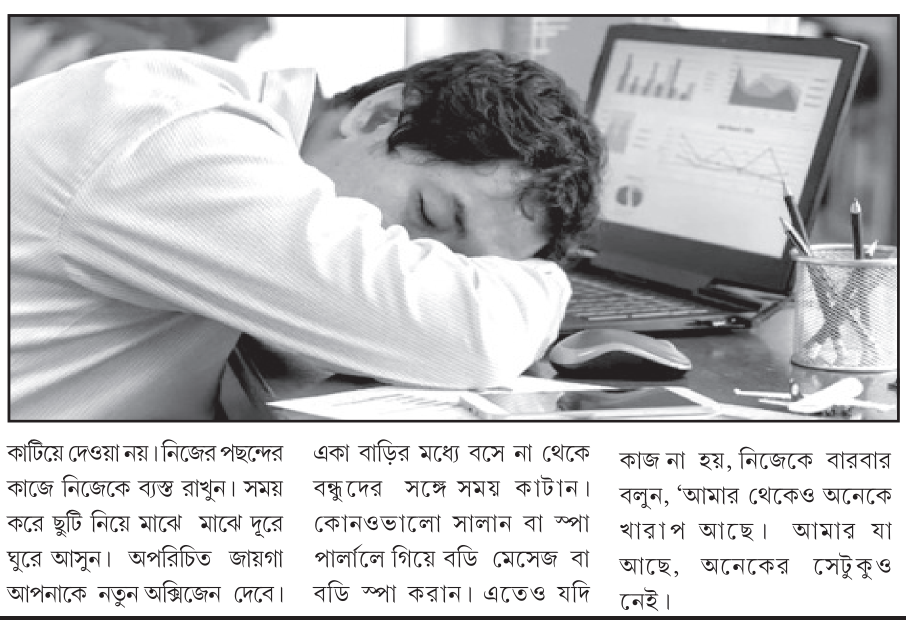

কাটিয়ে দেওয়া নয়। নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সময় করে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে আসুন। অপরিচিত জায়গা আপনাকে নতুন অক্সিজেন দেবে। একা বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান। কোনওভালো সালান বা স্পা পার্লালে গিয়ে বডি মেসেজ বা বডি স্পা করান। এতেও যদি কাজ না হয়, নিজেকে বারবার বলুন, 'আমার থেকেও অনেকে খারাপ আছে। আমার যা আছে, অনেকের সেটুকুও নেই।

ইলেক্ট্রোলাইট পানীয়র উপকারিতা

শরীরের তাপমাত্রা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, মেজাজ ভালো করা, স্মৃতিশক্তি বাড়ানো ইত্যাদি নানাবিষয়ের মূলে আছে শরীরের আর্দতা বজায় রাখা, অর্থাৎ পর্যাপ্ত পানি পান করা। তবে সেই পানিতে 'ইলেক্ট্রোলাইট' যোগ করলে উপকারিতা কী বাড়ে?

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল এই বিষয়ে বিস্তারিত। ইলেক্ট্রোলাইট কী? এটি খনিজ উপাদানের সমষ্টি। যা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি বহন করে। দৈনিক যে খাবার ও পানীয় আমরা গ্রহণ করি সেখানে থেকেই শরীর 'ইলেক্ট্রোলাইট'য়ের যোগান পায়। যে খনিজগুলো থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় সেগুলো হলো পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। শরীরের বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহার হয় এই 'ইলেক্ট্রোলাইট'। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শরীরে পানি ও

অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য বজার রাখা, বিভিন্ন কোষের মধ্যে পুষ্টি উপাদান পৌঁছে দেওয়া এবং সেখান থেকে বর্জ্য অপসারণে সহায়তা করা, স্নায়ু, পেশি, হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্যক্রম অক্ষুণ রাখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত কোষের ক্ষয়পূরণ করা। শরীরচর্চার শক্তি যোগাতে 'ইলেক্ট্রোলাইট' যুক্ত পানীয় বেশ জনপ্রিয়। কারণ শারীরিক পরিশ্রম এবং ঘামের কারণে দেহ থেকে এই উপাদান বেরিয়ে যায়। আর শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে হলে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার 'ইলেক্ট্রোলাইট' থাকতেই হবে। হাঁটা, শ্বাস-প্রশ্বাস, হাসি এমনকি চিন্তা করার জন্যও 'ইলেক্টোলাইট' প্রয়োজন। যেভাবে পানিতে মেশানো হয় পানিতে বিদ্যুতায়িত সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম মিশিয়ে তৈরি হয় 'ইলেক্ট্রোলাইট ওয়াটার'। 'মিনারেল ওয়াটার' ও 'অ্যালকালাইন ওয়াটার' নামেও এটি পরিচিত।

উপকারিতা শক্তি যোগায়: শরীরচর্চার সময় ঘামের সঙ্গে যে পানি বেরিয়ে যায় তা পূরণ করতে বাড়তি তরল গ্রহণ করতে হয়। শরীরের স্বাভাবিক পানির মাত্রা থেকে এক বা দুই শতাংশ কমে গেলেই শক্তি কমতে থাকে। ঘামের সঙ্গে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং 'ইলেক্ট্রোলাইট'ও বেরিয়ে যায়। তাই শরীরচর্চার সময় 'ইলেক্ট্রোলাইট' মিশ্রিত পানি পান করলে শরীর অবসাদগ্রস্ত হবে না। হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, পেশি ও শরীরের অন্যান্য কার্যক্রম সক্রিয় থাকবে। 'হিট স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি কমায়: গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে বাইরে চলাফেরার সময় রোদে ত্বক পুড়ে যাওয়া থেকে 'হিট স্ট্রোক' পর্যন্ত সব ঝুঁকিই থাকে। ত্বকের লোপকূপ আর ঘামের মাধ্যমে শরীর তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখে। তবে অতিরিক্ত গরমের কাছে শরীরের এই জৈবিক প্রক্রিয়া হার মানতে পারে। আর তখনই নানান ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রচুর পানি পানের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, সঙ্গে 'ইলেক্ট্রোলাইট' থাকলে আরও ভালো। তবে চা, কফি ইত্যাদি 'ক্যাফেইন'যুক্ত পানীয় এক্ষেত্রে সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়। রোগ নিরাময়ে সহায়ক: ডায়রিয়া, বমি ইত্যাদি সমস্যায় শরীর প্রচুর পানি ও 'ইলেক্ট্রোলাইট' হারায়। তাই এসময় প্রচুর পানি ও তরল খাবার গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষয়পূরণ করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। অন্যান্য পানীয় ও তরল খাবারের পাশাপাশি এসময় 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানি পান করাও হবে বেশ উপকারী। তবে মনে রাখতে হবে শুধু 'ইলেক্ট্রোলাইট' মিশ্রিত পানি কিংবা পানীয় এসময় যথেষ্ট নয়। স্নায়বিক কার্যক্রমে ভূমিকা: শরীরের আর্দতা সামান্য কমলেই মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতা, মনযোগ, সতর্কতা ইত্যাদি দুর্বল হতে থাকে। সোডিয়াম স্নায়ুকোষে বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি করে যা বিভিন্ন স্নায়ুর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রথম ধাপ। পটাসিয়ামের কাজ হল স্নায়ুকোষকে 'নিউট্রালাইজ' করা বা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাতে সেখানে পুনরায় বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হতে পারে। ম্যাগনেসিয়ামের কাজ হল এই বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চালন নিরবিচ্ছিন্ন রাখা। ঘরেই যেভাবে 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানি তৈরি করা যায় একটি বড় গ্লাসে এক চা-চামচের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ লবণ, একই পরিমাণ লেবুর রস, দেড় কাপ নারিকেল পানি আর দুই কাপ সাধারণ পানি একসঙ্গে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানীয়। স্বাদ বাড়াতে তাতে যোগ করতে পারেন মধু।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনীর হাতে উদ্ধার চার মহিলা ও শিশু

গুয়াহাটি, ১১ জুলাই (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন রেল স্টেশনে অভিযান চালিয়ে অবৈধ মানবদেহ পাচারকারীর কবল থেকে কয়েকজন মহিলা ও শিশুকে উদ্ধার করেছে রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। আজ সোমবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেসবার্তায় জানিয়েছেন, গত ৮ জুলাই দুই মহিলা এবং দুই নাবালিকাকে সাফল্যের সঙ্গে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে আরপিএফ। তিনি জানান, এদিন ডিমাপুরের আরপিএফ মানবদেহ পাচারকারীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাদের উদ্ধার করেছে। এর সঙ্গে মানবদেহ পাচারকারী সন্দেহে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত মহিলাদের নাগাল্যান্ড সরকারের অধীনে ডিমাপুর মহিলা পুলিশের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ওইদিনই অন্য দুই ঘটনার সম্পর্কে তিনি জানান, আরপিএফ-এর এসকোর্ট টিম যথাক্রমে রঙিয়া-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস এবং রাজধানী এক্সপ্রেসে নিয়মিয়া তালাশি চালিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে। রাঙিয়া-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধারকৃত নাবালিকাকে ডিব্রুগড়ের চাইল্ড লাইনে সমঝে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধারকৃত নাবালিকাকে মরিয়নির জিআরপি পোস্ট কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে শিশুটিকে তার মায়ের কাছে সমঝে দিয়েছে জিআরপি।

মুম্বই বিস্ফোরণে দোষী আবু সালেমকে ২৫ বছরের বেশি সাজা দেওয়া যাবে না : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.) : পর্তুগালকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা মানতে বাধ্য ভারত সরকার। ২৫ বছরের সাজা শেষ হলেই আবু সালেমকে ছেড়ে দিতে হবে। সোমবার জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ১৯৯৩ সালে মুম্বই বিস্ফোরণে দোষী সাব্যস্ত হন গ্যাংস্টার আবু সালেম।

সালেম দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর পর্তুগালের সঙ্গে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে ভারত। শেষে ২০০৫ সালের ১১ নভেম্বর তাঁকে পর্তুগাল থেকে ভারতে নিয়ে আসা হয়। তখনই কেন্দ্রীয় সরকার পর্তুগালকে আশ্বাস দেয় ২৫ বছরের বেশি সাজা হবে না তাঁর। ২০৩০ সালে তাঁর সাজার মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এসকে কৌল এবং এমএম সুন্দরেশের বেঞ্চ জানিয়েছে, ভারতের রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের ৭২ নম্বর ধারা মেনে চলার পরামর্শ দিতে বাধ্য কেন্দ্রীয় সরকার। বেঞ্চের কথায়, "২৫ বছরের সাজা শেষের এক মাসের মধ্যেই সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি জমা করতে হবে। এমনকি, ভারতীয় দণ্ডবিধি মেনে কেন্দ্র চাইলে ওই এক মাস সময় মকুবও করতে পারে। সালেমের ২৫ বছর সাজার শেষ মাসেই সব নথি জমা করতে পারে।"

মহারাষ্ট্রে প্রবল বৃষ্টিতে এখনও পর্যন্ত ৭৬ জনের মৃত্যু

মুম্বই, ১১ জুলাই (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে প্রবল বৃষ্টিতে এখনও পর্যন্ত ৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন নয়জন। ভারী বর্ষণে রাজ্যে ৮৩৮টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকা থেকে ৫ হাজারেরও বেশি লোককে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মারাঠাওয়াড়া ও বিদর্ভের অন্তত ১৩০টি গ্রাম প্রবল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে গাদচিরোলির ১২৮টি গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আবহাওয়া দফতর মুম্বই, থানে, পালঘর, কোঙ্কন এবং নাসিক, পুনে, আহমেদনগর প্রভৃতি জেলাগুলিতে ১৩ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা দিয়েছে।

রাজ্যের দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের মতে, জুন মাসে মহারাষ্ট্রে খুব কম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছিল। জুলাই মাসে রাজ্যের অনেক জেলায় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিতে এ পর্যন্ত রাজ্যে ৮৩৮টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকা থেকে পাঁচ হাজারের বেশি মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বন্যা দুর্গতদের জন্য রাজ্যের ৩৫টি স্থানে ত্রাণ শিবির তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ১২৫টি পশুও বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মারাঠাওয়াড়া ও বিদর্ভের অন্তত ১৩০টি গ্রাম প্রবল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখানে দুশোজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আগামী দিনে মুম্বাই সহ রাজ্যের কিছু অংশে মুষলধারে বৃষ্টির সতর্কবার্তা দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ। মুম্বইতে জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। সেই সঙ্গে ১৩ জুলাই পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এ সময় জনগণকে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কাজে ঘর থেকে বের হতে এবং জেলেদের সমুদ্রে না যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

এআইএডিএমকে-র পূর্ণ দায়িত্বে পালানিস্বামী, দল থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাবে চটলেন পন্নীরসেলভম

চেন্নাই, ১১ জুলাই (হি.স.): এআইএডিএমকে-র পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত ই পালানিস্বামীর নেতৃত্বাধীন সাধারণ পরিষদের সভায় ও পন্নীরসেলভমকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে অপসারণের জন্য একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে। একদিকে, যখন এআইএডিএমকে-র পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত পেলেন পালানিস্বামী, সেই সময় দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে পন্নীরসেলভমকে। এ প্রসঙ্গে পন্নীরসেলভম বলেছেন, 'সাধারণ পরিষদ আমাকে বহিষ্কার করতে পারে না...আমরা আইন অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নেব। আমাকে সরানোর অধিকার তাদের নেই।' সোমবার চেন্নাইয়ের ভানাগারামে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি এবং সাধারণ পরিষদের সভায়, এআইএডিএমকে যথাক্রমে ও পন্নীরসেলভম এবং ই কে পালানিস্বামীর দ্বারা অধিষ্ঠিত সমন্বয়কারী এবং যুগ্ম সমন্বয়কের পূর্বের দু''টি শীর্ষ পদ বাতিল করার অনুমোদন দিয়েছে। ব্যাপক ঝামেলার মধ্যেও শেষমেশ সাধারণ পরিষদ ১৬টি প্রস্তাবই পাশ করিয়ে নিয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম ছিল পালানিস্বামীকে দলের অন্তর্বর্তী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা। এছাড়াও আগামী ৪ মাসের মধ্যে দলের স্থায়ী সাধারণ সম্পাদক পদের নির্বাচন করা হবে বলেও প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। একইসঙ্গে কোঅর্ডিনেটর ও যুগ্ম কোঅর্ডিনেটর পদ দু'টির অবলুপ্তি ঘটানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও ও পন্নীরসেলভমকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে অপসারণের জন্য একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে। পন্নীরসেলভম এদিন আরও বলেছেন, 'আমাদের দলের দেড় কোটি কর্মী আমাকে (দলের সমন্বয়ক হিসেবে) নির্বাচিত করেছে। আইন অনুযায়ী আমরা তা আদালতে চ্যালেঞ্জ করব। আমি ক্যাডারদের সঙ্গে দেখা করব এবং বিচার চাইব।'

অমরনাথ বিপর্যয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের ৩৫ জন যাত্রী নিখোঁজ, দুই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

শ্রীনগর, ১১ জুলাই (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের পবিত্র অমরনাথ গুহার কাছে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে অন্ধ্র প্রদেশ থেকে নিখোঁজ তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বেড়ে ৩৫ এ দাঁড়িয়েছে। এই দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামহেন্দ্রভরমের দুই মহিলাও রয়েছেন। দুর্ঘটনার বিষয়ে একটি হেল্পলাইনও চালু করেছে সরকার। রাজ্যের জনগণকে সাহায্য করতে এবং জম্মু সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করতে সরকার একজন আধিকারিককে শ্রীনগরে পাঠানো হয়েছে।

সোমবার রাজ্য সরকার এক বিবৃতি জারি করে বলেছে, রাজ্য থেকে এখনও পর্যন্ত ৮৪ জন তীর্থযাত্রী নিরাপদ। এই যাত্রীরা তাদের পরিবার এবং সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। রবিবার রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, অমরনাথ দুর্ঘটনাতে রাজামহেন্দ্রভরমের দুই মহিলার সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরে নিশ্চিত হওয়া যায় ওই দুই মহিলাই মারা গেছেন। তাদের পরিচয় অন্ধ্রপ্রদেশের রাজা মহেন্দ্রবরম সুধা ও পার্বতী হিসেবে। এর মধ্যে সুধার মৃতদেহ শ্রীনগরের মর্গে এবং পার্বতীর দেহ নয়াদিল্লিতে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস রয়েছে।

তিনি বলেন, রাজ্যের ৩৫ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। তাদের স্বজনরা সরকারের কাছে ফোন করে জানিয়েছেন, তাদের স্বজনদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে নেলোরের দুটি গ্রুপের ২৯ জন সদস্য, এলুরুর দুই ব্যক্তি, রাজামহেন্দ্রভারমের একটি পরিবারের তিনজন এবং তনুকুর কাছে উন্দ্রজাভারমের একটি পরিবার রয়েছে।

২০২৩ সালে দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে চালু হবে: গড়করি

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.) : ২০২৩ সালে দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে চালু হবে বলে সোমবার কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি জানিয়েছেন। দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে হরিয়ানা অংশে উত্তর পেরিফেরাল রোড বলা হয়, এটি ভারতের প্রথম আরবান এক্সপ্রেসওয়ে হিসাবে সামনে আসবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গডকরি এদিন টুইট বার্তায় বলেন, দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে দিল্লি-গুরুগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ের (গোল্ডেন চতুর্ভুজের অন্তর্গত দিল্লি-জয়পুর-আমেদাবাদ-মুম্বই হাইওয়ের অংশ) চাপ কমিয়ে দেবে। বর্তমানে, এই রুটগুলি ভারী যানবাহনের যাতায়তের বেশিরভাগ যানবাহন পশ্চিম দিল্লি থেকে আসে। তিনি বলেন, জাতীয় সড়ক-৮ এর ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ ট্র্যাফিক এই নতুন এক্সপ্রেসওয়ের দিকে সরে যাবে। ২০২৩ সালে একবার চালু হলে এটি দিল্লি-এনসিআরেও বায়ু দূষণ কমাতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রতিটি প্রান্তে বিশ্বমানের পরিকাঠামোর উন্নয়নে সক্রিয় অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং "সমৃদ্ধির সংযোগের" পথ প্রশস্ত করছে বলেও তিনি দাবি করেছেন।

গডকরি জানিয়েছেন, দিল্লিকে হরিয়ানার গুরুগ্রামের সঙ্গে সংযোগকারী এক্সপ্রেসওয়েটি ৯ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হচ্ছে। এক্সপ্রেসওয়েতে রাস্তার দুপাশে ন্যূনতম তিন লেনের সার্ভিস রোড রয়েছে, যেটি একটি ১৬ লেনের অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রিত হাইওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। এই এক্সপ্রেসওয়ে ২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ, যার মধ্যে ১৯ কিলোমিটার হবে হরিয়ানায় এবং বাকি ১০ কিলোমিটার দিল্লিতে পড়বে।

অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের অভিযোগে মেখলিগঞ্জে গ্রেফতার বাংলাদেশি সহ ৩

চ্যাংরাবান্ধা, ১১ জুলাই (হি. স.) : কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিএসবাড়ি সীমান্তে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেফতার দুই বাংলাদেশি সহ তিনজন। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গেছে, দুই বাংলাদেশির নাম মহম্মদ সোলেমান এবং মতিউর রহমান। সোলেমান বাংলাদেশের দিনাজপুরের বাসিন্দা এবং মতিউরের বাড়ি বাংলাদেশের ঠাকুরগঞ্জ জেলার হরিপুর থানা এলাকায়। ওই দুই বাংলাদেশি জম্মু-কাশ্মীরে শ্রমিকের কাজ করত। নিজেদের পরিজনদের সঙ্গে দেখা করে ফের চোরাপথে ভারতে ঢুকলে বিএসএফের বিএসবাড়ি সীমান্ত চৌকির জওয়ানরা তাদের আটক করে। তাদের সীমান্ত পারাপারে সহযোগিতা করার অভিযোগে জগদীশ রায় নামে এক ভারতীয় নাগরিককেও আটক করেছে বিএসএফ। পরবর্তীতে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এরসঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সেই বিষয়েও খোঁজখবর শুরু হয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

একটি অটোয় ২৭ জন ! আজব কাণ্ড ঘটিয়ে ফতেহপুরে ১১,৫০০ টাকা জরিমানা

ফতেহপুর, ১১ জুলাই (হি.স.): আজব কাণ্ড ঘটে গিয়েছে উত্তর প্রদেশের ফতেহপুরে। এক অটো থেকে বেরিয়ে এলেন ২৭ জন যাত্রী, তাঁদের মধ্যে অনেকগুলি শিশুও রয়েছে। তাঁরা কোথা থেকে আসছেন অটোর ভিতরে কোথায়ই বা বসেছিলেন, ভেবে তার কূলকিনারা পাচ্ছেন না পুলিশ কর্তারা। গতি বাড়িতে প্রচণ্ড গতিতে ছুটছিল একটি অটো। পুলিশ সেই অটোটিকে থামায়। গাড়ি থেকে নেমে আসতে বলে যাত্রীদের। দেখা যায় অটোর ভিতর থেকে একে একে বেরিয়ে আসছেন ২৭ জন যাত্রী! উত্তর প্রদেশের ফতেহপুর জেলার বিন্দকি থানা এলাকার ঘটনা। রবিবারের ঘটনা। প্রচণ্ড গতিতে ধাবমান অটোটি পুলিশের নজরে পড়ে সেখানকার বিন্ডকি কোতওয়ালি এলাকায়। তবে পুলিশ থামাতে চাইলেও অটোচালক থামেননি। এরপর ট্রাফিক পুলিশ অটোটির পিছু ধাওয়া করে থামায়। সেখানেই অটোর যাত্রীসংখ্যা দেখে চোখ কপালে ওঠে পুলিশের। দেখা যায় অটোচালক তাঁর ছয় আসনের অটোয় ২৬ জন যাত্রীকে বসিয়েছেন। শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সের যাত্রী ছিলেন অটোতে। পুলিশও ওই অটোটি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং ১১ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করেছে।

জাপানে বিপুল ভোটে জয়ী প্রয়াত শিনজো আবের দল এলডিপি

টোকিও, ১১ জুলাই (হি. স.) : জাপানে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের দল এলডিপি এলডিপি ও তাদের শরিক দল কোমেইতো। ১২৫ টি আসনের মধ্যে এলডিপি ও তাদের শরিক দল কোমেইতো পেয়েছে ৭৬ টি আসন। রবিবার শোকের আবহেই ভোট হয়েছিল জাপানে। প্রত্যাশা মতই সংসদের উচ্চকক্ষে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয় পেয়েছে লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি।

দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের হত্যাকে 'গণতন্ত্রের উপর আঘাত' বলে অভিহিত করেছে জাপানের সকল রাজনৈতিক দল। সেই কারণেই দেশবাসীকে ভোট দিতে অনুরোধ করেছিলেন দেশের নেতারা। তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে সাধারণ নাগরিকরা নির্বাচনে অংশ নেন। সোমবার ভোটের ফল প্রকাশের পরে দেখা যায়, সংসদের উচ্চকক্ষে আসন সংখ্যা বেড়েছে এলডিপির। ৫৫ থেকে বেড়ে মোট ৬৩টি আসন পেয়েছে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের দল।

জাপানের সংবিধান অনুযায়ী, সংসদের উচ্চকক্ষের গুরুত্ব নেই সেভাবে। কিন্তু এই জয়ের ফলে সরকারি নীতি নির্ধারণে সুবিধা পাবেন প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। বিশেষ নীতি নির্ধারণ করতে সংসদের দুই কক্ষের সম্মতি লাগে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার কারণে উচ্চকক্ষে বিরোধিতার সামনে পড়তে হবে না তাঁকে। জাপানের প্যাসিফিস্ট সংবিধান সংশোধন করতে অনেক চেষ্টা করছিলেন শিনজো আবে। তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে চান কিশিদা। সংসদের উচ্চকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার কারণে সেই ক্ষেত্রেও তিনি সুবিধা পাবেন বলে মত বিশেষজ্ঞদের ইতিমধ্যেই জাপান সংসদের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে এলডিপির। কিন্তু এত সাফল্য সত্ত্বেও দলীয় কার্যালয়ে শোকের ছায়া স্পষ্ট। শিনজো আবের স্মৃতিতে নীরবতা পালন করেন দলের নেতারা। জাপানের রীতি অনুযায়ী, জয়ী প্রার্থীদের নামের পাশে একটি পিন দিয়ে ফুল আটকে দেন দলের নেতা। সেই কাজের সময়েও শোকে ভারাক্রান্ত ছিল কিশিদার মুখ।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

হজ পালন করতে পায়ে হেঁটেই মক্কা পৌঁছলেন ব্রিটেনের এক বাসিন্দা

লন্ডন, ১১ জুলাই (হি. স.) : ইংল্যান্ডের উলভারহ্যাম্পটন থেকে যাত্রা শুরু করে প্রায় ৬,৫০০ কিলোমিটার হেঁটে হজ পালন করতে পায়ে হেঁটেই মক্কা পৌঁছলেন ব্রিটেনের এক বাসিন্দা। দশ দেশ পেড়িয়ে টানা ১০ মাস ২৫ দিন হাঁটার পর মক্কায় পৌঁছেছেন অ্যাডাম মহম্মদ। শান্তি ও সাম্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

৫২ বছর বয়সি অ্যাডাম ইংল্যান্ডে থাকলেও তিনি আসলে ইরাকি-কুর্দি বংশোদ্ভূত। নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, সার্বিয়া, বুলজেরিয়া, তুর্কি, লেবানন, জর্ডন মোট ন'টি দেশ পেরিয়ে তিনি অবশেষে সৌদি আরবে পৌঁছন। টানা ১০ মাস ২৫ দিন হাঁটার পর মক্কায় পৌঁছেছেন অ্যাডাম। ২০২১ সালের ১ অগস্ট ব্রিটেন থেকে তিনি পদযাত্রা শুরু করেন। গত জুন মাসে তিনি গন্তব্যস্থলে পৌঁছান।

মিনায় পৌঁছনোর পর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাজিদ বিন আবদুল্লাহ তাঁকে স্বাগত জানান এবং হজ অনুমতির প্রক্রিয়ার ব্যাপারে সাহায্যও করেন। অ্যাডাম জানিয়েছেন, প্রতি দিন গড়ে তিনি ১৭.৮ কিলোমিটার পথ হেঁটে পার করতেন তিনি। তবে, রাস্তায় যাতে কোনও অসুবিধায় না পড়তে হয়, তার জন্য একটি ঠেলাগাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন অ্যাডাম। এই ঠেলাগাড়িটি বাড়িতেই তৈরি করেছিলেন তিনি। এর মধ্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়াও একটি স্পিকার লাগানো ছিল। স্পিকারে চলছিল ধর্মীয় পাঠ। অ্যাডামের মতে, এর মাধ্যমে শান্তি ও সাম্যের বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন তিনি।

শুধু তা-ই নয়, তিনি 'গোফান্ডমি' নামে একটি পেজও বানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "আমি শুধু খ্যাতি বা অর্থের জন্য এ সব করছি না, বরং বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে চাইছি যে মানুষ হিসাবে আমরা সবাই জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সমান। ইসলাম ধর্ম এই শান্তি ও ঐক্যের বার্তাই দেয়।"

নিজের আত্মা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে এই যাত্রার সিদ্ধান্ত নেন অ্যাডাম। যাত্রাপথে মানুষ তাঁকে যে ভালবাসা দিয়েছে তাতে তিনি অভিভূত। তিনি টিকটক মাধ্যমেও তাঁর হজ যাত্রা সম্প্রচার করেছেন এবং ইতিমধ্যেই পাঁচ লক্ষ ফলোয়ারও তৈরি হয়েছে অ্যাডামের।—হিন্দুস্থান সমাচার /

মঙ্গলবার পটনায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফর ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা

পটনা, ১১ জুলাই (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার পটনায় বিধানসভা ভবনের শতবর্ষ স্মারক স্তম্ভ উন্মোচন করবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরকে কেন্দ্র করে পটনায় নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এ বিষয়ে সব প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় পটনায় পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। জেলা প্রশাসন পুরো বিমানবন্দর এলাকাকে সেক্টরে ভাগ করেছে এবং ম্যাজিস্ট্রেটসহ পুলিশ কর্তা ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করেছে। মঙ্গলবার নতুন বিমানবন্দর ভবনের নির্মাণ কাজও বন্ধ থাকবে। নির্মাণ এলাকা নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর আসা ও ফিরে যাওয়ার সময় সব যাত্রীবাহী বিমান কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকবে। বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে পটনা বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী। সন্ধ্যা ৭.০৫ মিনিটে পটনা বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হবেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরে ২৫ ম্যাজিস্ট্রেট, ২৫০ পুলিশ অফিসার এবং এক হাজার জওয়ানকে বিধানসভা চত্বর পর্যন্ত নিযুক্ত করা হয়েছে। এসময় পটনা পুলিশ হোটেল এবং লজ ইত্যাদি তল্লাশি জোরদার করেছে। বিমানবন্দর, সচিবালয়সহ অনেক এলাকার হোটেল-লজে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। যানবাহনও তল্লাশি করা হচ্ছে। দমকল বিভাগও সতর্ক রয়েছে। সমাবেশ চত্বরে অগ্নি প্রতিরোধের প্রস্তুতি শুরু করেছে বিভাগ। প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি চলাকালে যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অনুষ্ঠানস্থলের আশেপাশে ১০টি ফায়ার ব্রিগেড ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে।

মুসওয়ালা হত্যা মামলা : ১৮ জুলাই গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোয়ের বাবার আবেদনের শুনানি

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.) : পঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসেওয়ালা খুনের ঘটনায় গ্রেফতার গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের বাবার আবেদনের শুনানি ১৮ জুলাই সুপ্রিম কোর্টে হবে। আদালত পঞ্জাব সরকারকে নোটিশ জারি করে জবাব দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে।

বিষ্ণোয়ের বাবা বলেছেন, সিধু মুসেওয়ালা হত্যা মামলায় পঞ্জাব পুলিশ লরেন্স বিষ্ণোয়কে বেআইনিভাবে আটক করেছে। বিষ্ণোইয়ের বাবা বলেন, মানসা, পঞ্জাবের আইনজীবীরা এমনকি বিষ্ণোইয়ের মামলাও লড়ছেন না। বিষ্ণোইয়ের আইনজীবী বিশাল চোপড়া অভিযোগ করেন, পঞ্জাব পুলিশ ডাক্তারি পরীক্ষা এড়াতে চাইছে। এমনটা করা বিষ্ণোইদের অধিকার লঙ্ঘন। পঞ্জাব পুলিশ লরেন্সকে থার্ড ডিগ্রিতে অত্যাচার করছে। তাকে মারধর করা হচ্ছে। চোপড়া দাবি করেছেন, পঞ্জাব পুলিশ হেফাজতে লরেন্সের জীবনের সংশয় রয়েছে। এমন ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিওগ্রাফি করা উচিত, যা করা হচ্ছে না।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

স্বসহায়ক দলের সদস্যদের নিয়ে সোমবার কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

শিয়ালদহ মেট্রোর উদ্বোধন করলেন স্মৃতি ইরানি, বৃহস্পতিবার থেকে চালু পরিষেবা

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি. স.) : শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশনের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। হাওড়া স্টেশন থেকে তিনি উদ্বোধন করলেন নতুন মেট্রোর লাইনের। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে পরিষেবা চালু হয়ে যাবে এই মেট্রো লাইনের।

সেক্টর ফাইভ থেকে শিলায়দহ পর্যন্ত চলবে মেট্রো।এই মেট্রো স্টেশনে প্রতি দিন ৪০ থেকে ৫০ হাজার মানুষ যাত্রা করবেন বলে রেলের অনুমান। শিয়ালদহ দিয়ে শহরের অন্যতম কর্মক্ষেত্রে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ জুড়ে যাওয়ায় এই সুবিধা অনেকেই গ্রহণ করবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, এ দিন বিকেলের দিকে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে হাজির হন। সেখানে তিনি নর্থ গেটে অত্যাধিক ভিড় থাকার কারণে সাউথ গেট দিয়ে ঢুকে ট্রেনে ওঠেন। কিন্তু অত্যাধিক ভিড় থাকায় তিনি ফুলবাগান যেতে পারেননি। তার পরেই শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশন থেকে তিনি বেরিয়ে যান। হাওড়ার মূল অনুষ্ঠানের আগে শিয়ালদহে স্টেশন দেখতে তিনি এসেছিলেন বলেই খবর।

এর পর হাওড়ার মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেন স্মৃতি ইরানি। সেখানে মেট্রোর একটি প্রতিকৃতি তুলে দেওয়া হয় স্মৃতি ইরানির হাতে। বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর হাওড়া ময়দানের অনুষ্ঠান থেকে সবুজ পতাকা উড়িয়ে ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন তিনি। ওদিকে শিয়ালদহ স্টেশনে অপেক্ষা করছিল ট্রেন, সবুজ পতাকা দেখানোর পরেই যাত্রা শুরু করে মেট্রো রেল।

শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ফাইভ যেতে খরচ পড়বে মোট ২০ টাকা। সকাল সাতটা থেকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত চলবে মেট্রো। এই রুটে যেতে সময় লাগবে ২১ মিনিট।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের ৫জনকে গ্রেফতার করল হরিয়ানা এসটিএফ

গুরুগ্রাম, ১১ জুলাই (হি.স.) : বাহাদুরগড় থেকে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের পাঁচ কুখ্যাত সদস্যকে গ্রেফতার করল হরিয়ানা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। তাদের কাছ ছয়টি চুরি যাওয়া বিলাসবহুল গাড়িও উদ্ধার করা হয়েছে।

এসটিএফ দল বাহাদুরগড়ে অভিযুক্তদের গতিবিধি সম্পর্কে নির্দিষ্ট খবর পেয়ে বাহাদুরগড় বাইপাসের কাছে ফাঁদ ফেলে তাদের আটক করে। ধৃতদের মধ্যে চিরাগ রয়েছে, যে দক্ষিণ হরিয়ানার বিষ্ণোই গ্যাংয়ের মাদক ব্যবসা পরিচালনা করত এবং মুসওয়ালা হত্যা মামলায় গ্রেফতার হওয়া টিনু ভিওয়ানির ছোট ভাই।

অন্যরা হল কুখ্যাত গাড়ি চোর মনোজ বক্করওয়ালা, রাজস্থানের বারমেরের বাসিন্দা প্রকাশ বারমার, পিঞ্জোরের অমিত এবং পঞ্জাবের জিরাকপুরের বাসিন্দা সঞ্জয়। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানিয়েছে, বিষ্ণোই গ্যাং ছাড়াও তারা দীর্ঘদিন ধরে কালা জাঠেদি গ্যাংয়ের হয়ে কাজ করছিল। জিজ্ঞাসাবাদে, বক্করওয়ালা বিষ্ণোই গ্যাংকে অস্ত্র ও মাদক সরবরাহ করার কথা জানিয়েছে। তিনি বিলাসবহুল গাড়ি চুরি করার অভ্যাসগত অপরাধী ছিলেন এবং এপর্যন্ত দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে শত শত বিলাসবহুল গাড়ি চুরি করেছে।

কালী বিতর্ক: দিল্লির তিস হাজারি আদালত লীনা মণিমেকলাইকে করল তলব

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.) : মা কালীর একটি বিতর্কিত পোস্টার প্রকাশের জন্য বিতর্কের জেরে চলচ্চিত্র নির্মাতা লীলা মণিমেকলাইকে সমন জারি করল দিল্লির তিস হাজারি আদালত। সিভিল জজ অভিষেক কুমার লীলা মণিমেকলাইকে আগামী ৬ আগস্টের মধ্যে তার জবাব দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছেন। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ৬ আগস্ট। আইনজীবী রাজ গৌরব আবেদনে বলেন, ছবির পোস্টার ও ভিডিওতে মা কালীকে যেভাবে সিগারেট খেতে দেখানো হয়েছে, তা শুধু হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে না, নৈতিকতার মূল নীতিরও পরিপন্থী। তাকে তা করা থেকে বিরত করুন।

আবেদনে বলা হয়েছে, চলচ্চিত্র নির্মাতা তার টুইটার হ্যান্ডেল থেকে ছবিটির পোস্টার এবং ভিডিও টুইট করেছেন, যেখানে মা কালীকে ধূমপান করতে দেখা গেছে। পিটিশনে টুইটের পোস্টার ও ভিডিও সরানর দাবি জানানো হয়েছে। শুনানির সময় আদালত বলে, এ মামলায় বিবাদী পক্ষের বক্তব্য শোনা জরুরি, তাই বিবাদীকে সমন জারি করতে হবে।

নিউটাউনে লুঠ, এলকায় উত্তেজনা

কলকাতা,১১ জুলাই (হি. স.): ফের খাস কলকাতায় লুঠের অভিযোগ। সোমবার সপ্তাহের শুরুর দিনেই নিউটাউনে লুঠের অভিযোগ। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অভিযোগ উঠেছে,নিউটাউন বাগজোলা খালপাড়ের দোকানে বড়সড় চুরির। লক্ষাধিক টাকার জিনিস নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নিউটাউন থানার পুলিশ। একাধিকবার এই একই দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। ফলত বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্থানীয় দোকানদারেরা। প্রত্যেকবারই পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ আনছেন স্থানীয় অন্যান্য দোকানদারেরা। এই ঘটনায় সোমবার বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিশরা। জোর কদমে চলছে তল্লাশি।

অন্তঃসত্ত্বার মৃত্যু ঘিরে হাসপাতালে ধুন্ধুমার

কলকাতা, ১১জুলাই (হি. স.): ফের চিকিৎসায় অব্যবস্থার অভিযোগ সরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। অন্তঃসত্ত্বার মৃত্যু ঘিরে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ধুন্ধুমার। ঘটনায় সোমবার চিকিৎসা পরিষেবা বিঘ্ন।

অভিযোগ উঠেছে, হাসপাতালের চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। রোগীর পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার সকালে বনগাঁর বাসিন্দা অন্তঃসত্ত্বা সাধনা মণ্ডলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, অস্ত্রোপচারের আগে অপারেশন থিয়েটারে ওই মহিলার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। পরীক্ষায় করোনা ধরা পড়ে। এরপর সোমবার মৃত্যু হয় ওই অন্তঃসত্ত্বার। এরপরই হাসপাতাল কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন মৃতের আত্মীয়রা। ঘটনাস্থলে যায় বনগাঁ থানার পুলিশ। গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে ঘটনার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য উন্মুখ: প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.) : সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, তিনি ঝাড়খণ্ড এবং বিহারে তাঁর একদিনের সফরে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য উন্মুখ। আগামীকাল ১২ জুলাই দেওঘর ও পটনা সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

প্রধানমন্ত্রী মোদী দুপুর সোয়া ১ টায় দেওঘরে ১৬ হাজার কোটিরও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এরপর দুপুর ২.৪০ মিনিটে তিনি ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের একটি বাবা বৈদ্যনাথ মন্দিরে দর্শন ও পূজা করবেন। সন্ধ্যা ৬টার দিকে প্রধানমন্ত্রী পটনায় বিহার বিধানসভার শতবর্ষ উদযাপনের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন। এদিন একের পর এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, "আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আগামীকাল ঝাড়খণ্ড এবং বিহারে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি।

তিনি আরও বলেন, "পবিত্র শ্রাবণ মাস শুরু হওয়ার ঠিক আগে পবিত্র নগরী দেওঘরের বাবা বৈদ্যনাথ মন্দিরে দর্শন ও পূজার সুযোগ পাবেন। ১২ জুলাই এখানে বিমানবন্দর উদ্বোধনেরও সুযোগ থাকবে। এটি ভক্তদের জন্য বাবাধামের যাত্রাকে সহজ করবে, পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের পর্যটনকে বাড়িয়ে তুলবে।

তিনি আরও বলেন, বিহার বিধানসভার শতবর্ষ উদযাপনের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমি আগামীকাল ১২ জুলাই সন্ধ্যায় পটনায় যাব। বিধানসভা মিউজিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করা হবে।

আবের নিরাপত্তায় ত্রুটি ছিল, স্বীকার করে নিল স্থানীয় পুলিশ

টোকিও, ১১ জুলাই (হি. স.) : গত শুক্রবার প্রকাশ্য জনসভায় বন্দুকধারী আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। আবের নিরাপত্তায় ত্রুটি ছিল, স্বীকার করে নিল স্থানীয় পুলিশ।

নারা শহরের পুলিশ প্রধান টোমাওকি ওনিজুকা স্বীকার করেছেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। রবিবার তিনি জানিয়েছেন, "একথা মেনে নিতেই হবে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্রুটি ছিল।" হিংসার জবাব দিতেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর হত্যার পরও নির্ধারিত সূচি মেনেই ভোটগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আবের হত্যাকাণ্ডের পর শুক্রবার নির্বাচনী প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার পরদিনই, শনিবার ফের নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও প্রচার শুরু করা হয়েছিল। শিনজো আবের মৃত্যুর পরে দেশজুড়ে শোকের আবহ। তবুও অধিকাংশ মানুষই ভোট দিতে এসেছিলেন। নির্বাচন ঘিরে কোনওরকম হিংসার খবর পাওয়া যায়নি।

গত শুক্রবার প্রকাশ্য জনসভায় বন্দুকধারী আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন শিনজো আবে। তারপর হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা-সহ অন্যান্য হাই প্রোফাইল নেতাদের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। ভোটের জন্য আলাদা করে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারে শিলিগুড়িতে দ্রৌপদী মুর্মু

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই (হি. স.) : রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারে সোমবার শিলিগুড়িতে আসেন এনডিএর তরফে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী আদিবাসী নেত্রী দ্রৌপদী মুর্মু। এদিন সিকিমের সাংসদ বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

এদিন বিকেল ৪.৩০ মিনিটে বাগডোগরা বিমান বন্দরে নেমে সরাসরি পৌঁছে যান দাগাপুরের কাছে একটি হোটেলে। সেখানে সিকিমের সাংসদ বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তাও। বৈঠকের আগে এদিন সিকিম থেকে লেপচা, তামাং সহ সিকিমের বিভিন্ন জনজাতির মানুষ দ্রৌপদী মুর্মুকে স্বাগত জানাতে তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পড়ে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে হাজির ছিলেন। দ্রৌপদী মুর্মু প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের কাছ থেকে অভিবাদন স্বরূপ খাদা গ্রহণ করেন। এখান থেকেই কর্মসূচি সেরে সন্ধ্যে ৭ টায় কলকাতার বিমানবন্দরে পা রাখবেন তিনি। মঙ্গলবার কলকাতায় বিজেপির সাংসদ বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে দ্রৌপদী মুর্মুর। প্রসঙ্গত, আগামী ১৮ জুলাই দেশের ১৫ তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। আগামী ২১ শে জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল। এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুর বিরুদ্ধে ভোটের ময়দানে বিরোধী প্রার্থী যশবন্ত সিনহা। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী গত শনিবার বাংলায় আসার কথা ছিল দ্রৌপদী মুর্মুর। কিন্তু গত শুক্রবার আচমকাই ভোটপ্রচারে গিয়ে এক আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। যার ফলে গত শনিবার ভারতে রাষ্ট্রীয় শোক পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেদিন সমস্ত প্রচার বন্ধ রাখেন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু। তবে এদিন আচমকাই দ্রৌপদী মুর্মুর সফরসূচিতে বদল হওয়ায় জল্পনা শুরু হয়েছে। এর আগে কখনও কোনও রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী প্রচারে উত্তরবঙ্গে আসেননি।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

গ্রেফতার হয়েছে দেবর নাসির আলম। বাকিদেরও খুব শীঘ্রই জালে তোলা হবে বলে মহিলা বিশালগড় মহিলা থানার আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

দরজায়

● প্রথম পাতার পর

তাই বাধ্য হয়ে সোমবার সদর জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তারা। বর্তমান সরকারের আমলেই তাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তাদের সঙ্গে কেন তালবাহানা করা হচ্ছে সেটাই প্রশ্ন তাদের।

দুর্ভোগ

● প্রথম পাতার পর

নিজে উদ্যোগী হয়ে সমস্যাটি নিরসন করার পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। ইদানিং কালে বিদ্যুৎ চপলতা এর কারণে হাসপাতালে থাকা রোগী এবং আত্মীয় পরিজনরা যেমন দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে তেমনি রাত্রি কালীন সময়ে বিদ্যুৎ চপলতার জন্য মোমবাতির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। এই যন্ত্রণা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এমনটা চলতে থাকলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অনেকটা উদাসীনতার মনোভাব।

স্কুলছাত্র

● প্রথম পাতার পর

তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র আদিত্য দাস পঞ্চাশ বার কানে ধরে উঠাবসা করে।

পরে স্কুল ছুটি হলে বাড়িতে যাওয়ার পর আদিত্য দাস হাঁটতে পারেনি। তার পিতা শ্যামল দাস প্রথমে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। তারপরেও তার শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। আগরতলা ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে সাত দিন বেড রেস্ট এ থাকতে হবে। এক মাস স্কুলে আসা-যাওয়া করতে পারবে না গুরুতর আহত আদিত্য দাস। তার ৫০ বার কানে ধরে উঠাবসা করার ফলে তার পায়ে পচন্ড আঘাত লেগেছে।

এদিকে এই বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে, স্কুল কর্তৃপক্ষ অযৌক্তিক মন্তব্য করছে বলে অভিযোগ। আদিত্য দাসের অভিভাবকের দাবি বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক উত্তম সরকারকে স্কুল থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক। অন্যথায় আগামী দিনগুলিতেও এই ধরনের নিগ্রহের ঘটনা ঘটতে পারে বলে অভিমত অভিভাবকদের।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

একটি থানা, একটি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল।এছাড়া আরো কত কি সরকারী অফিস।কিন্তু এরপরেও ঘুচেনা রাস্তার জীর্ণদশা। সড়কের এমন অবস্থা, যে রাস্তাতেই চাষাবাদ করা যাবে।মাছ ধরা যাবে।কিন্তু সরকারের কুম্ভনিদ্রা তো আর ভাঙেনা।তাই আর কত সহ্য করবো বলুন?

বাধ্য হয়ে রাস্তা সংস্কারের দাবী নিয়ে রাস্তাকেই বেছে নিতে হলো।এদিন সড়ক অবরোধের ফলে দুদিকে প্রচুর যানবাহন আটকে যায়। অফিসমুখী সরকারী কর্মচারীরা মাঝরাস্তায় আটকে পড়েন।ছাত্র শিক্ষক সহ সবাই গন্তব্যে যেতে পারছিলেন না। অনেকেই দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে বাড়ী ফিরে আসতে বাধ্য হন।শেষ পর্যন্ত ঘন্টা তিনেকের বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর ঘটনাস্থলে আসতে বাধ্য হন খোয়াই ব্লকের বি ডি ও সহ পূর্ত দপ্তরের খোয়াই সাব ডিভিশনের এস ডি ও।তারা প্রতিশ্রুতি দেন কয়েক দিনের মধ্যে সড়ক মেরামতির কাজ শুরু হবে।এরপর ক্ষুব্ধ মানুষ সড়ক অবরোধ তুলেন। এলাকাবাসী জানিয়েছেন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সড়ক সংস্কারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন।

রাতে কলকাতায় এলেন এনডিএ জোটের প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স.) : সোমবার রাতে কলকাতায় প্রচারে এলেন এনডিএ জোটের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি এদিন শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় আসেন। শিলিগুড়িতে বিজেপি নেতা এবং উত্তরবঙ্গের বিধায়ক ও সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি যখন শিলিগুড়িতে বৈঠক করছেন, তার কিছুক্ষণ পরেই কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। চারদিনের উত্তরবঙ্গ সফর রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। মঙ্গলবার তিনি জিটিএর শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

এদিন বিমানবন্দরে দ্রৌপদীকে স্বাগত জানান বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। আদিবাসী নাচগানের মাধ্যমে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। বিমানবন্দর থেকে তিনি সোজা চলে যান নিউটাউনের এক পাঁচতারা হোটেলে। সেখানে রাতে তিনি বিজেপির রাজ্য নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন। সেখানে কয়েকজন সাংসদ এবং বিধায়কও ছিলেন। বিজেপি সূর্ত্রে খবর, মঙ্গলবার তিনি বিধানসভা ভবনে বিজেপির বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। তৃণমূল বিধায়ক বা সাংসদদের সঙ্গে দ্রৌপদী কথা বলবেন কি না, তা পরিষ্কার নয়। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

মঙ্গলবার কানহাইয়া হত্যা মামলায় সাত অভিযুক্তদের আদালতে হাজিরা

জয়পুর, ১১ জুলাই (হি.স.) : কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) উদয়পুরের কানহাইয়া লাল খুনের ঘটনায় ধৃতদের এনআইএ আদালতে পেশ করা হবে। মঙ্গলবার মহসিন, আরিফ, মহম্মদ মহসিন, ওয়াসিম আলি এবং ফরহাদ মহম্মদ শেখ ওরফে বাবলা সহ প্রধান অভিযুক্ত গাউস মহম্মদ এবং মহম্মদ রিয়াজকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এনআইএ এই সাত অভিযুক্তের পুলিশ হেফাজত মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে। সূত্রের খবর, এনআইএ অভিযুক্তদের পুলিশি রিমান্ড বাড়ানোর জন্য আদালতকে অনুরোধ জানাতে পারে। কানহাইয়ালাল হত্যা মামলায় এনআইএ আদালত ২ জুলাই মহম্মদ রিয়াজ, গোউস মহম্মদ এবং মহসিন খান এবং আসিফের খুনিদের ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ডে হস্তান্তর করে। এর পরে এনআইএ অন্য দুই অভিযুক্ত মহম্মদ মহসিন এবং ওয়াসিম আলিকে গ্রেফতার করে আদালত থেকে পুলিশ রিমান্ডে নেয়। শনিবার গ্রেফতার হওয়া সপ্তম আসামি ফরহাদ মহম্মদ শেখ ওরফে বাবলাও পুলিশ রিমান্ডে রয়েছে।—হিন্দুস্থান সমাচার / সঞ্জয়

শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

ভিত্তিতেই আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ থেকে বলা হয়েছে প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যদি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা না হয় তাহলে তারা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবে।

ভবনে

● প্রথম পাতার পর

অফিসে রিটার্নিং অফিসারের কাছে ব্যালট পেপার পেশ করবেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার সংগ্রহ করতে রাজ্যগুলির সমস্ত এআরও নির্বাচন কমিশন এর অফিসে উপস্থিত থাকবেন। পুরো কার্যক্রম ভিডিও রেকর্ড করা হবে।

মাস্ক বাধ্যতামূলক

● প্রথম পাতার পর

বেড়ে হয়েছে ৭.১২ শতাংশ। তাঁর দাবি, ২০২১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে করোনার প্রকোপ ক্রমশ কমেছে এবং দীর্ঘ সময় সংক্রমণ মুক্ত থেকেছে ত্রিপুরা।

তাঁর কথায়, আবারও আগরতলা পুর নিগম এলাকা করোনার সংক্রমণে এপিসেন্টার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কারণ, সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় রয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশই পুর নিগম এলাকায় বসবাস করছেন। তিনি বলেন, গত এক সপ্তাহে ১৩১ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাঁদের ৮২ জন পচিম ত্রিপুরা জেলার নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। তিনি জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা বাদে সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত রয়েছেন সিপাহিজলা জেলায়। তাঁর দাবি, সংক্রমণের স্বভাব চিহ্নিত করার জন্য ভীড় এলাকায় নমুনা পরীক্ষার হার বাড়ানো হবে। তাতে, বর্তমান পরিস্থিতির সঠিক চিত্র উঠে আসবে। তাঁর দাবি, ১৩১ জন করোনা আক্রান্তের মধ্যে মাত্র ৮ জন বর্তমানে হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন। বাকি সংক্রমিতদের বাড়িতেই চিকিতা চলছে। তিনি এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সম্প্রতি করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৩৭ জনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, তাঁরা মোবাইল ভুল দিয়েছেন। ফলে, তাঁদের করোনার নমুনা পরীক্ষায় সংক্রমণ পাওয়ার পর তাঁদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে না। ডা: দ্বীপ বলেন, ওই ৩৭ জনকে খুঁজে বের করার জন্য স্বাস্থ্য দফতর সমস্ত চেষ্টা করছে। শীঘ্রই তাঁদের খুঁজে বের করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন।

এদিন তিনি জানান, স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী ১৩১ জন করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৭ জন কোভিডের টিকার প্রথম ডোজ, ৭৪ জন দুইটি ডোজ নিয়েছেন এবং ১১ জন এখন টিকা নেননি। তাঁর কথায়, সকল বয়সের মানুষের মধ্যেই করোনার সংক্রমণ পাওয়া গেছে। তিনজন করোনা আক্রান্ত ০ থেকে ১০ বছর বয়সীদের মধ্যে রয়েছে, সতর্ক করে দেন তিনি। এদিন তিনি জানান, বুস্টার ডোজ নিয়ে মুখ্য সচিব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি লেখবেন।তবে, এখনই ত্রিপুরায় ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে না বলে ডা: দ্বীপ জানিয়েছেন। কারণ, সাম্প্রতিক করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ভ্রমণ ইতিহাস পাওয়া যায়নি। এদিন স্বাস্থ্য দফতরের তরফে সতর্ক করা হয়েছে, এখনই সচেতন না হলে ত্রিপুরায় করোনার প্রকোপ ভয়াবহ রূপ নেবে।

ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমন প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, গত ২৪ ঘণ্টায় ২২ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, বর্তমানে সক্রিয় রোগী একলাফে বেড়ে হয়েছে ১২২। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ জন সুস্থও হয়েছেন ঠিকই। কিন্তু দৈনিক সংক্রমণের হার গভীর চিন্তায় ফেলেছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, আবারও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সংক্রমণের প্রকোপ বেশি বলেই প্রমাণ মিলছে।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৩ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৩০৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ২১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.১২ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ জন সুস্থ হয়েছেন।

তাতে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১২২ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০১০৪২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯৯৯৩২ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৫ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯৮.৯৭ শতাংশ। এদিকে ০.৯১ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯২০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ২১ জন এবং দক্ষিণ জেলায় ১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি ছয় জেলায় কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

করোনার প্রকোপে মারাত্মক উর্দ গতি নতুন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন বোধ করাচ্ছে। অবশ্য, ত্রিপুরা সরকারও এখন পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে বলে দাবি করছে। স্বাস্থ্য দফতর এখনই বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে।

একদিন বাকি থাকতে অস্ট্রেলিয়াকে ইনিংসে হারাল শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ১১ জুলাই (হি.স.) : প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১০ উইকেটে হারের পর দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে ইনিংস ও ৩৯ রানে হারাল শ্রীলঙ্কা। দলের জয়ে বড় ভূমিকা নিলেন দীনেশ চন্ডীমল ও প্রবাথ জয়সূর্য। চন্ডীমল দ্বিশতরান করলেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে জয়সূর্য নিলেন ১২ উইকেট। গণবিক্ষোভে উত্তাল শ্রীলঙ্কায় জাতীয় পতাকা উড়ল ক্রিকেট মাঠে। দেশবাসীর মুখে হাসি ফেরালেন ক্রিকেটাররা। অর্থনৈতিক সঙ্কটের জেরে দেশে বিক্ষোভের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ খেলেছে শ্রীলঙ্কা। প্রথম টেস্টে লজ্জার হারের পরে কোভিডের কারণে দ্বিতীয় টেস্টে চার ক্রিকেটারকে পায়নি তারা। এমনকি টেস্ট চলাকালীনও এক ক্রিকেটার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতেও হাল ছাড়েননি ক্রিকেটাররা। লড়াই করেছেন। সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন।

এই প্রথম বার টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩৫০ রানের বেশি করে কোনও টেস্ট ইনিংসে হেরেছে অস্ট্রেলিয়া। চন্ডীমলের দ্বিশতরানে ভর করে প্রথম ইনিংসে ১৯০ রানের বিশাল লিড নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। ২১৮ রান করে অপরাজিত থাকেন চন্ডীমল। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকে চাপে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। শ্রীলঙ্কার স্পিনার জয়সূর্যর সামনে খেলতে সমস্যায় পড়েন ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথরা। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৪১ ওভার ব্যাট করতে পারে অস্ট্রেলিয়া। কেউ বড় রান করতে পারেননি। কোনও বড় জুটি হয়নি। চায়ের বিরতির আগে মেন্ডিসের বলে আউট হয় ওয়ার্নার। চায়ের বিরতির পরে বাকি নয় ব্যাটার আউট হয়ে যান। ১৫১ রানে অলআউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।

রাজ্য স্কুল রেটিং দাবা সম্পন্ন, অর্শিয়া, দিগন্ত অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। অর্শিয়া পেয়েছে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন খেতাব। ওপেন বিভাগে দিগন্ত সেরা। অল ইন্ডিয়া চেস ফেডারেশন এবং ত্রিপুরা চেস এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দুদিনব্যাপী রাজ্যস্তরীয় স্কুল রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা আজ, সোমবার শেষ হয়েছে। রাজধানীর এনএসআরসিসি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে জুডো হলে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বালিকা বিভাগে ৪৯ জন এবং ওপেন তথা বালক বিভাগে ১০৪ জন স্কুল পড়ুয়া দাবাড়ু অংশ নিয়েছিল। বালিকা বিভাগে শীর্ষ বাছাই হলিক্রস স্কুলের অর্শিয়া দাস ৯ রাউন্ডের মধ্যে ৮ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত ভূমিকায় চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছে। এছাড়া, ৭ পয়েন্ট পেয়ে হলিক্রস স্কুলেরই সমৃদ্ধি ঘোষ পেয়েছে রানার্স খেতাব। সাড়ে ছয় পয়েন্ট পেয়ে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের একান্তিকা সরকার তৃতীয়, ব্রিলিয়ান্ট স্টারের রাধিকা মজুমদার চতুর্থ, শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের আরাধ্যা দাস পঞ্চম ও শ্রেয়সী সাহা ষষ্ঠ স্থান পেয়েছে। তাছাড়া, ছয় পয়েন্ট পেয়ে অক্সিলিয়াম গার্লস-এর অন্বেষা বনিক সপ্তম, হোলিক্রস স্কুলের মৌলি ভট্টাচার্য অষ্টম এবং দিল্লি ওয়ার্ল পাবলিক স্কুলের হাইমা দেববর্মা নবম স্থান অর্জন করেছে। দশম স্থান পেয়েছে হোলি ক্রস স্কুলের বৃষ্টি মজুমদার সাড়ে পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে। ছেলেদের বিভাগে হোলি ক্রস স্কুলের দিগন্ত রায়ও নয় রাউন্ডের খেলায় ৮ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত ভূমিকায় চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। সানফ্লাওয়ার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অগ্রজিৎ পাল সমসংখ্যক ৮ পয়েন্ট পেলেও প্রগ্রেসিভ পয়েন্টের ভিত্তিতে রানার্স খেতাব পেয়েছে। সাড়ে সাত পয়েন্ট পেয়ে উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়ামের দেবাংকুর ব্যানার্জি পেয়েছে তৃতীয় স্থান। ৭ পয়েন্ট পেয়ে উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়ামের-ই অভিজ্ঞান ঘোষ চতুর্থ, হোলি ক্রস স্কুলের অমিয় পাল পঞ্চম ও তপোজিৎ মজুমদার ষষ্ঠ স্থান পেয়েছে। সাড়ে ছয় পয়েন্ট পেয়ে হোলি ক্রস স্কুলের-ই স্বর্ণদ্বীপ নাথ সপ্তম এবং আয়ুষ সাহা অষ্টম স্থান পেয়েছে। হোলি স্প্রিং-এর আত্রেয় রায় বর্মন নবম এবং ডন বসকো স্কুলের অনুরাগ সাহা দশম স্থান পেয়েছে। খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিতব্য ৪৪-তম চেস অলিম্পিয়াডকে সামনে রেখে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যস্তরীয় প্রতিযোগিতায় সেরা দুইজন বালক এবং বালিকাদের পাশাপাশি সরকারি বিদ্যালয় থেকে সেরা একজন করে ছেলে এবং মেয়ে মোট ছয়জনকে চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিতব্য ৪৪-তম চেস অলিম্পিয়াডে বিশ্ব বরেণ্য দাবাড়ুদের খেলা দেখার সুযোগ করে দেবে ফেডারেশন বিনা খরচে। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় সম্পন্ন রাজ্য স্কুল রেটিং দাবায় সাফল্য অর্জনকারী এবং চেস অলিম্পিয়াডে খেলা দেখার সুযোগ যারা পাবে, যেমন মেয়েদের বিভাগে অর্শিয়া দাস, সমৃদ্ধি ঘোষ এবং সুকান্ত একাডেমি গার্লস-এর আকৃতি দেবনাথ (সরকারি স্কুল হিসেবে প্রথম) এবং বালক বিভাগে দিগন্ত রায়, অভিজ্ঞান ঘোষ ও অগ্রজিৎ পাল -- তাদের ইতিমধ্যেই রাজ্য দাবা সংস্থা যথারীতি ডেকে নেবে বলে জানানো হয়েছে।

৯৪ বছর বয়সে অসাধ্য সাধন ! ভারতের হয়ে জিতলেন সোনা সহ তিনটি পদক

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি. স.) : অসাধ্য সাধন! ৯৪ বছর বয়সে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন ভগবানি দেবী। বিশ্ব মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে জিতলেন সোনা সহ তিনটি পদক। ১০০ মিটার দৌড়ে সোনার পদক পেয়েছেন তিনি। অর্থাৎ, এখন বিশ্বের দ্রুততমা প্রবীণা ভগবানিই। ২৪.৭৪ সেকেন্ড। ১০০ মিটার দৌড়ে সোনা জয়ের পথে ২৫ সেকেন্ডেরও কম সময় নিয়েছেন তিনি। ৯৪ বছরের ভগবানি যে গতিতে দৌড় শেষ করেছেন, তাতে অবাক অনেকেই। বিশ্ব মাস্টার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ট্র্যাক ইভেন্টের পাশাপাশি ফিল্ড ইভেন্টেও সাফল্য পেয়েছেন তিনি। ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন শট পাটে।

তাঁর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকও। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের পক্ষ থেকে টুইটে লেখা হয়েছে, '৯৪ বছরের ভগবানি দেবী আরও এক বার প্রমাণ করলেন বয়স কোনও বাধা নয়। বিশ্ব মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছেন ১০০ মিটার দৌড়ে। সময় নিয়েছেন ২৪.৭৪ সেকেন্ড। এছাড়াও শটপাটে জিতেছেন ব্রোঞ্জ পদক।'

ফিনল্যান্ডের ট্যাম্পারে ২৯ জুন থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত বিশ্ব মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হলে প্রতিযোগীর বয়স হতে হয় কমপক্ষে ৩৫ বছর। সেখানে ৯৪ বছরের ভগবানির ১০০ মিটার দৌড়ে সোনা জয় বিশেষ কৃতিত্ব বলেই মনে করা হচ্ছে।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ডিসি ইউনাইটেডের কোচ হচ্ছেন রুনি

ওয়াশিংটন, ১১ জুলাই (হি. স.) : আমেরিকার মেজর লিগ সকারের ক্লাব ডিসি ইউনাইটেডে নতুন ভূমিকায় ওয়েন রুনি। এবার ডিসি ইউনাইটেডের কোচ হতে চলেছেন ওয়েন রুনি ইংল্যান্ডের তৃতীয় ডিভিশনের ক্লাব ডার্বি কাউন্টির কোচ ছিলেন রুনি। ২০২০ সালে প্রশিক্ষক-ফুটবলার হিসাবে যোগ দেন। এক বছর খেলার পর অবসর নিয়ে শুধু কোচ হিসাবেই কাজ করছিলেন। গত মাসে রুনি ইস্তফা দেন। তার পর থেকেই তাঁকে কোচ হিসাবে চাইছিল আমেরিকার ডিসি ইউনাইটেড। আমেরিকায় গিয়ে কোচিং করানো নিয়ে কিছুটা দ্বিধায় ছিলেন রুনি। শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন ক্লাবের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফুটবল অধিনায়ক। রুনি নিজে এ ব্যাপারে কিছু জানাননি। সরকারি ভাবে কিছু জানায়নি আমেরিকার ক্লাবটিও। প্রাক্তন ফুটবলারের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, চুক্তি না হলেও ডিসি ইউনাইটেডকে চূড়ান্ত কথা দিয়েছেন রুনি। আমেরিকার ক্লাবটির প্রস্তাব পছন্দ হয়েছে তাঁর। কয়েক দিনের মধ্যে চুক্তি সই হবে। ভিসা সংক্রান্ত কাজ শেষ হলেই রুনি ওয়াশিংটন যাবেন। ডিসি ইউনাইটেডের অন্তর্বর্তী কোচ চাদ অ্যাস্টনের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেবেন। চলতি মরসুমে ডিসি ইউনাইটেডের পারফরম্যান্স তেমন ভাল নয়। গত শুক্রবারেই ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের কাছে ৭-০ গোলে হেরেছে তারা।

রাজ্য স্কুল বালকদের ফুটবল, দাপট দেখালো ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। দাপট দেখিয়ে সেমিফাইনালে উঠলো ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। বিধ্বস্ত করলো ঊণকোটি জেলাকে। রাজ্য স্কুল অনূর্ধ-১৭ বালকদের ফুটবলে। মেলাঘরে দুদিনব্যাপী আসর শুরু হয় সোমবার থেকে। আজ সকাল সাড়ে ৭ টায় প্রথম সেমিফাইনালে পশ্চিম জেলা খেলবে উত্তর জেলার বিরুদ্ধে এবং সকাল সাড়ে ৮ টায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল খেলবে ধলাই জেলার বিরুদ্ধে। বিকেলে মেলাঘর স্কুল মাঠে হবে ফাইনাল ম্যাচ। এদিন রাঙ্গামাটি মাঠে এবং মেলাঘর স্কুল মাঠে হয় মোট ৫ টি ম্যাচ। মেলাঘর স্কুল মাঠে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করে ঊণকোটি জেলাকে। বিজয়ী দলের পক্ষে জন জমাতিয়া দুটি গোল করে। এছাড়া দলের পক্ষে নবকিশোর সিনহা, বিনোদ রিয়াং, বিপ্লব দেববর্মা এবং মাজরুল আকমল গোল করে। এদিকে ধলাই জেলা ২-০ গোলে খোয়াই জেলাকে, পশ্চিম জেলা ৪-০ গোলে দক্ষিণ জেলাকে, উত্তর জেলা ৪-১ গোলে গোমতি জেলাকে পরাজিত করে সেমিফাইনালের টিকিট কেটে নেয়।

Government of Tripura
Directorate of Youth Affairs & Sports
Office Lane, Shiksha Bhavan, 4th Floor
Agartala, West Tripura
E-mail: yasdirector14@gmail.com

Re-advertisement No: 04/2021 Dated, the July 6, 2022

RECRUITMENT OF VARIOUS POSTS FOR KHELO INDIA STATE CENTRE OF EXCELLENCE.

CORRIGENDUM

In partial modification of the re-advertisement No. 03/2021 dated 01-07-2022, the recruitment for the post of (Sl. No. 3) Masseur Grade-I has been modified as under;
Details of the Posts:

Sl. No.	Name of the Post	No. of Post	Remuneration (in Rs.)	Tenure
3.	Masseur Grade - I	2 (1-Male & 1-Female)	₹35,000/- per month	1 Yr.

All other term & conditions will remain unchanged.

https://yas.tripura.gov.in

Director
Youth Affairs & Sports
Govt. of Tripura

ICA-D-557/22

সন্ধান চাই

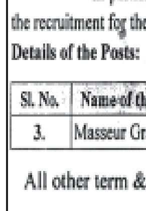

উপরের ছবিটি শ্রীমতি সুস্মিতা দে (১৯), পিতা শ্রী সুকলাল দে, সাং-গকুলনগর, থালা - ফটিকরায়, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত ২২.০৬.২০২২ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে বাহির হয় কিন্তু আর ফিরে আসে নাই। তাহার বর্ণনা:- বয়স ১৯ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, গায়ের রং ফর্সা, মুখমণ্ডল গুলাকার, চুল লম্বা কালো, পরনে লম্বা প্যান্ট এবং জামা। ফটিকরয় থানার জি. ডি. ই নাম্বার ২৩ তারিখ ২৪.০৬.২০২২।
উপরিউক্ত ছবিটির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরনের অনুরোধ রহিল।
যোগাযোগের ঠিকানা ,
১। এস পি ঊনকোটি কৈলাশহর ফোন নং — ০৩৮২৪-২২২৩৯২.
২। এস ডি পি ও কুমারঘাট ফোন নং -০৩৮২৪-২৬১২৮৮
৩। ওসি ফটিকরয় থানার ফোন নং- ০৩৮২৪-২৬১৫৮৮
ICA-D-561/22

অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের রাজ্য ফুটবল সেমিফাইনালের লাইন আপ তৈরী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। তৈরী হয়ে গেলো সেমিফাইনালের লাইন আপ। আজ প্রথম সেমিফাইনালে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল খেলবে সিপাহীজলা জেলার বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পশ্চিম জেলা খেলবে উত্তর জেলার বিরুদ্ধে। বিকেলে হবে ফাইনাল ম্যাচ। রাজ্য অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের ফুটবল প্রতিযোগিতায়। দুদিনব্যাপী রাজ্য আসর শুরু হয় সোমবার। এদিন হয় ৫ টি ম্যাচ। কুলাই মাঠে এদিন ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৯-০ গোলে বিধ্বস্ত করে ঊণকোটি জেলাকে। বিজয়ী দলের পক্ষে হ্যাটট্রিক করে মারিনা জমাতিয়া। এছাড়া দুটি করে গোল করে শ্রীয়া দেব, সাইরি ত্রিপুরা এবং শায়শ্রী ত্রিপুরা। দ্বিতীয় ম্যাচে খোয়াই জেলা ৪-০ গোলে ধলাই জেলাকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে তানিয়াঐ মজুমদার, ত্রিশা মারাক, গিতা কাইপেং এবং আলিশা দেববর্মা গোল করে। নিউ কুলাই মাঠে পশ্চিম জেলা ২-০ গোলে দক্ষিণ জেলাকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে নেহা দাস এবং পদমদীতা দেববর্মা গোল করে। অপরদিকে নিউ কুলাই মাঠে উত্তর জেলা ৩-০ গোলে গোমতি জেলাকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে শর্মিতা রিয়াং, বিনীতা সিনহা এবং অনিকা রাণী নাথ গোল করে।

উদয়পুরে প্রসেনজিৎ স্মৃতি ক্রিকেটের ফাইনাল ১৪ই, রাজারবাগ-বিবেক সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। পবিত্র ঈদের কারণে ফাইনাল ম্যাচ চার দিন পিছিয়ে, এখন তা হচ্ছে আগামী ১৪ জুলাই। খেতাবি লড়াই বলে কথা। একদিকে রাজারবাগ প্লে সেন্টার এবং অপরদিকে বিবেক সংঘ। চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পেতে দুই দলই মরিয়া। আয়োজক উদয়পুর ক্রিকেট এসোসিয়েশন। প্রসেনজিৎ স্মৃতি সিনিয়র ক্লাব ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ ১৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খেলা হবে জামজুরি মাঠে। ওইদিন সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। ওইদিন মাঠে ফাইনাল ম্যাচ দেখতে প্রচুর দর্শকের আগমন ঘটবে বলে উদ্যোক্তারা আশাবাদী। উল্লেখ্য, গত ৭ এপ্রিল থেকে ৮ দলীয় এই টুর্নামেন্ট আরও আগেই শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু লাগাতর বৃষ্টিসহ অনিবার্য কিছু কারণে টুর্নামেন্টে বিঘ্ন ঘটায়, আগামী ১৪ জুলাই ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে তা শেষ হচ্ছে। ৬ জুলাই প্রথম সেমিফাইনালে রাজারবাগ প্লে সেন্টার লো-স্কোরিং একটি সাদামাটা ম্যাচে প্রতিপক্ষ রিক্রিয়েশন সেন্টার-কে ৬ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। দু”দিন বাদে ৮ জুলাই, দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বিবেক সংঘও একই রকম লো-স্কোরিং অপর এক ম্যাচে প্রতিপক্ষ কিল্লা বরক কোচিং সেন্টার-কে ৫ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। বলা বাহুল্য, গত ৩০ এপ্রিল লিগ পর্যায়ের খেলায় রাজারবাগ প্লে সেন্টার এবং বিবেক সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। তাতে রাজারবাগ প্লে সেন্টার টসে হারলেও প্রথমে ব্যাটিং-এর সুযোগ পেয়ে ৪২.২ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ২০৮ রান সংগ্রহ করে। জবাবে বিবেক সংঘ ৩৩.২ ওভার খেলে ১০৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যক্তিগত ৪৭ রানের ইনিংস এবং দুই উইকেট প্রাপ্তির সুবাদে রানা দত্ত পেয়েছিল ম্যাচের সেরার খেতাব। রাজার বাগ প্লে সেন্টার ১০৫ রানের ব্যবধানে ওই ম্যাচে জয়লাভ করেছিল। ১৪ জুলাই চূড়ান্ত খেলায় কোন দল জয়ের হাসি হাসে এবং চ্যাম্পিয়ন হয়, সেটাই এখন আলোচ্য বিষয়।

বিলোনিয়ায় সুখেন স্মৃতি ফুটবলে এডিসি ফুটবল ক্লাব জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। বিলোনিয়ায় আয়োজিত সুখেন স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট বেশ জমজমাট পর্যায়ে। আজ, সোমবার টুর্নামেন্টের অষ্টম ম্যাচটি শুরুতে উত্তেজনাপূর্ণ মনে হলেও শেষে একতরফা অবস্থায় শেষ হয়েছে। টিটিএএডিসি ফুটবল ক্লাব দাপটের সঙ্গে খেলে ৪-০ গোলে জয়ী হয়েছে। হারিয়েছে টিম রঞ্জিত ব্রাদার্স-কে। বিজয়ী দলের পক্ষে লালজুয়ানা দুটি, অমল রিয়াং ও বাবলু রিয়াং একটি করে গোল করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সুকান্ত দেবনাথ, সুমন গোপ ও রাজীব মজুমদার।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/18/2022-23 dated 06/07/2022
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: West Tripura invites e-tender against PNIeT NO. EE-IED/PWD/AGT/18/2022-23

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/31/2022-23	₹ 3,72,267.00	₹ 7,445.00	180 (one eight zero) days

5 Last date and time for document downloading and bidding is on 22/07/2022 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 22/07/2022, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

ICA-C-1254/22

কোহলিকে দল থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে এবার সরব প্রসাদ-সেহওয়াগ

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি. স.) : দিনের পর দিন টানা খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য এবার বিরাট কোহলিকে টিম থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে সরব হচ্ছেন প্রাক্তনরা। কপিল দেব তো সরাসরি বলেই দিয়েছেন, যদি অশ্বিনকে বসিয়ে দেওয়া হয়, তবে বিরাটকে কেন বসানো হচ্ছে না? এ বার টুইটারে কোহলিক দল থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে সরব হলেন ভেঙ্কটেশ প্রসাদ, বীরেন্দ্র সেহওয়াগরা।

সেহওয়াগ টুইটে লিখেছেন, 'ভারতের অনেক ব্যাটসম্যান রয়েছ, যারা শুরু থেকেই এগিয়ে যেতে পারে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ দুর্ভাগ্যবশত বাইরে বসে আছে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বর্তমান ফর্মে থাকা সেরা খেলোয়াড়দের খেলানোর উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এ প্রসঙ্গে দু”টি টুইট করেছেন ভেঙ্কটেশ প্রসাদ। একটিতে তিনি লিখেছেন, 'একটা সময় ছিল যখন ফর্মে না থাকলেই বাদ পড়তে হত। বিখ্যাত প্লেয়ারও ছাড় পেত না। বাদ পড়ত। ফর্মে না থাকার জন্য বাদ পড়েছেন সৌরভ, সেহওয়াগ, যুবরাজ, জহির, ভাজ্জিরা। তারা ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে ফর্মে ফিরেছে, রান করেছে এবং (জাতীয় দলে) প্রত্যাবর্তন করেছে।'

তিনি আরও একটি টুইটে লিখেছেন, 'এখন আমূল পরিবর্তন হয়েছে, যেখানে ফর্মের বাইরে থাকার জন্য বিশ্রামে পাঠানো হয়। এটি অগ্রগতির কোনও উপায় নয়। দেশে এত প্রতিভা আছে, তবে খেলার সুযোগ পায় না। ভারতের অন্যতম সেরা ম্যাচ বিজয়ী অনিল কুম্বলেও অনেক ম্যাচে বাইরে বসেছিলেন। বৃহত্তর স্বার্থে অ্যাকশন নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।' দিনের পর দিন টানা খারাপ পারফরম্যান্সের ধারা চলছে বিরাট কোহলির। এজবাস্টন টেস্টে খারাপ পারফরম্যান্সের পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে দলে ফিরেছিলেন। সেই ম্যাচে ১ রান করে সাজঘরে ফেরেন কোহলি। তার পর রবিবার তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে তাঁর সংগ্রহ ১১ রান। ফলে তাঁকে ঘিরে সমালোচনা আরও তীব্র হয়েছে। ২০১৯ সালের নভেম্বরে ইডেনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শেষ বার শতরান করেছিলেন কোহলি। এর পর বহু ম্যাচ খেলে ফেলেছেন কোহলি, কিন্তু তিন অঙ্কের ঘরে তিনি পৌঁছতে পারেননি। ইদানীং তো জঘন্য ছন্দে রয়েছেন। আইপিএলেও হতাশ করেছেন। এখন জাতীয় দলের জার্সিতেও ব্যর্থতাই তাঁর সঙ্গী হয়ে উঠেছে।—হিন্দুস্থান সমাচার

মণিপুরে প্রাইজমানি বালিকাদের ফুটবল, মেঘালয়কে রুখে প্রথম পয়েন্ট ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। পয়েন্ট ভাগ করলো ত্রিপুরা। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে। পূর্বোত্তর আমন্ত্রণমূলক প্রাইজমানি মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায়। প্রথম দুই ম্যাচে পরাজিত হওয়ার পর সোমবার মেঘালয়ের মুখোমুখি হয় ত্রিপুরা। মনিপুরের ইম্ফলের সাই মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন শুরু থেকেই বিপক্ষকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় ত্রিপুরার ফুটবলাররা। বল দখলের লড়াইয়েও কিছুটা এগিয়ে ছিলো। ম্যাচ শুরুর ২৫ মিনিটে শাকচাইতি রিয়াং এর গোলে এগিয়ে যায় ত্রিপুরা।

প্রথমার্ধের শেষ সময়ে সমতা ফেরার পর দ্বিতীয়ার্ধের ১০ মিনিটে আবার গোল হজম করে পিছিয়ে পড়ে ত্রিপুরা। ৩০ মিনিটে ধনিতা রিয়াং সমতা ফেরান। শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে জয় পায় ত্রিপুরা। এদিনও বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করেন ত্রিপুরার ফুটবলাররা। খেলা শেষে মনিপুর থেকে টেলিফোনে ত্রিপুরার কোচ সুজিৎ ঘোষ বলেন, 'অনেকটা ভালো খেলেছে মেয়েরা। তবে প্রতি ম্যাচেই সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হচ্ছে আমাদের। আজ কম করে তিনটি সহজ সুযোগ নষ্ট হয়েছে। তবে উন্নতি করছে মেয়েরা প্রতিনিয়ত'। আজ সিকিমের বিরুদ্ধে আসরের চতুর্থ ম্যাচ খেলবে ত্রিপুরা। সাই মাঠে দুপুর সাড়ে ১২ টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: O5/CEO/SMC/2022-23
DATED, 02-07-2022
The Chief Executive Officer, Santirbazar Municipal Council, Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the 'Chairperson, "antirbazar Municipal Council percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 27-07-2022 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of Public Toilet 03(Three) Seated at different ward under Santirbazar Municipal Council, S.H:- Near ANM Centre at old Hospital. DNIeT No: 06/CEO/SMC/2022-23	Rs. 4, 81,036.00	Rs. 4,810.00	06(Six) months.	Up to 15.00 Hrs on 27-07-2022	At 16.00 Hrs on 28-07-2022	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of Public Toilet 03(Three) Seated at different ward under Santirbazar Municipal Council, S.H:- At Mahasashan. DNIeT No: 07/CEO/SMC/2022-23	Rs. 4, 81,036.00	Rs. 4,810.00	06 (Six) months.				

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of **bids physically is not permitted.**
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal any time after start date of bid submission and before bid submission end date using Net Banking facility by the bidders. The Bid Fee of Rs.1,000.00 (Rupees One Thousand) only, to be paid electronically over the Online Payment facility, is Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue.
Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the **Chief Executive Officer, Santirbazar Municipal Council, Santirbazar, South Tripura** and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to santirbazar@gmail.com

For and on behalf of the Santirbazar Municipal Council.
Deputy Chief Executive Officer
Santirbazar Municipal Council
Santirbazar, South Tripura

ICA-C-1250/22

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

কাল শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন রাজাপক্ষে

কলম্বো, ১১ জুলাই (হি. স.) : দেশ জুড়ে তুমুল বিক্ষোভের মধ্যে সর্বদলীয় অন্তর্বর্তী সরকার গড়তে সম্মত হল শ্রীলঙ্কার সব রাজনৈতিক দল। তার আগে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেবেন গোতাবায়া রাজাপক্ষে। বুধবার প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন রাজাপক্ষে।

শ্রীলঙ্কাকে আর্থিক সঙ্কট থেকে টেনে তুলতে ব্যর্থ সরকার। এই পরিস্থিতিতে সরকার চালানোর বিষয়ে রবিবার বৈঠকে বসে বিরোধী দলগুলো। তার পরেই শ্রীলঙ্কা পদুজানা পেরামুনা (এসএলপিপি) দলের নেতা বিমল বীরাবানসা বলেন, "অন্তর্বর্তিকালীন সময়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ সরকার গড়তে আমরা সব দল সম্মত হয়েছি।"

বিমলের কথায়, "এই সরকারে সব দলের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।" এসএলপিপির আর এক নেতা বাসুদেব নানাইয়াক্কারার মতে, ১৩ জুলাই গোতাবায়ার ইস্তফার জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়। তার আগেই সরকার গড়ার উদ্যোগী হওয়া উচিত।

শনিবার থেকে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর বিরোধী নেতারাও গোতাবায়ার ইস্তফা দাবি করেন। সেই বার্তা প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষের কাছে পৌঁছে দেন স্পিকার মাহিন্দা ইয়াপা আবেওয়ার্দেনা। তার পরেই তিনি স্পিকারকে জানিয়ে দেন, ১৩ জুলাই ইস্তফা দেবেন তিনি। ইস্তফা দিতে সম্মত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমেসিঙ্ঘে। প্রধান বিরোধী দল সমাগী জন বলাওয়েগায়া দলের নেতা রঞ্জিত মাদ্দুমা বানদারা বলেন, "নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সর্বদলীয় অন্তর্বর্তী সরকার গড়ায় সম্মত হয়েছি আমরা। এর পর দেশে সংসদীয় নির্বাচন হবে।"

আইটি ভবনে ব্যাসিজ ফাণ্ড সার্ভিসের অপারেশন সেন্টারের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা । ছবি ঃ নিজস্ব

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন টেট উত্তীর্ণরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। টেট উত্তীর্ণ বেকাররা সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রীকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান তারা।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে টেট উত্তীর্ণ বেকাররা জানান ২০২১ সালে তারা উত্তীর্ণ হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত তাদেরকে নিয়োগ করা হয়নি। তাতে তারা চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন। টেট উত্তীর্ণ প্রত্যেক চাকুরী প্রার্থীকে একই সঙ্গে নিয়োগের জন্য তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জোরালো দাবি জানান। মুখ্যমন্ত্রী টেট উত্তীর্ণ বেকারদের সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে অবহিত হওয়ার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে টেট উত্তীর্ণ বেকাররা জানান মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে যে আশ্বাস দিয়েছেন তাতে তারা খুশি। তারা আশা ব্যক্ত করেছেন শীঘ্রই তাদের প্রত্যেককে একই সঙ্গে নিয়োগ করা হবে। একই সঙ্গে ট্যাট উত্তীর্ণ বেকারদের নিয়োগ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের শামিল হবেন বলেও জানিয়েছেন।

২৪ জুলাই বিশালগড়ে রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ জুলাই।। আগামী ২৪শে জুলাই থেকে শুরু হতে যাওয়া বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক চারদিনব্যাপী রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী উৎসবকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য সোমবার বিকেলে বিশালগড় সাংস্কৃতিক সংস্থার অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র নজরুল জন্ম জয়ন্তী উৎসব কমিটির আহ্বায়ক জিতেন্দ্র চন্দ্র সাহা,উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় সাংস্কৃতিক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার রায়, বিশালগড় সাংস্কৃতিক সংস্থার হাই পাওয়ার কমিটির চেয়ারম্যান তাপস কুমার দেব রায়। বিশালগড় সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক চারদিনব্যাপী রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী উৎসবের শুভ সূচনা হবে বিশালগড় শুভ দ্বীপ বিয়ে বাড়িতে ২৪শে জুলাই বিকাল তিনটায়। উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে ২৭শে জুলাই।চারদিন ব্যাপী রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী উৎসবে নানা ধরনের কর্মসূচি থাকবে। যেমন রবীন্দ্র নজরুল সংগীত, রবীন্দ্র নজরুল নৃত্য ,আবৃতি ও যোগাসন ইত্যাদি কর্মসূচি রয়েছে। উক্ত উৎসবে বিশালগড় মহকুমার সকল শিল্পি দের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান বিশালগড় সাংস্কৃতি সংস্থার প্রচার কমিটির সম্পাদক সমীর ভৌমিক, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক প্রত্যেক কে প্রতি বিষয়ের জন্য কুড়ি টাকার বিনিময়ে আবেদন পত্র সংগ্রহ করে সঠিকভাবে পূরণ করে ২০শে জুলাই এর মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আগামী ২৭শে জুলাই বিকেল পাঁচ ঘটিকায় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা শিল্পীদের দ্বারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। বিশালগড় রবীন্দ্র নজরুল জন্ম জয়ন্তী উৎসবের প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক জিতেন্দ্র চন্দ্র সাহা সংবাদ মাধ্যমের কাছে চারদিনব্যাপী বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী উৎসবের সম্পূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন।

কবরস্থানের সুরক্ষার্থে বাউন্ডারি ওয়ালের দাবি উন্নয়ন কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ জুলাই।। কবরস্থান হল সংখ্যালঘু মুসলিমদের শেষ শয্যার স্থান সেই কবরস্থানকে সার্বিক সুরক্ষার্থে বাউন্ডারি ওয়ালের দাবি করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে এমনই ঘটনা দেখা গেল জম্পুইজলা মহকুমাধীন জগাইবাড়ি এডিসি ভিলেজে। জগাইবাড়ি কবরস্থান উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে এলাকার বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, জম্পুইজলা মহকুমা শাসক, জম্পুইজলা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সহ রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে বারংবার দাবি করার পরেও কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন জগাইবাড়ি কবরস্থান উন্নয়ন কমিটি কর্মকর্তারা। কয়েক মাস পূর্বে সিপাহীজলার জেলা শাসক মহাশয়ার নির্দেশক্রমে জম্পুইজলা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এই কবরস্থান পরিদর্শন করেন। বলা হয়েছিল কিছুদিনের মধ্যে কবরস্থানের সুরক্ষার জন্য বাউন্ডারি ওয়াল প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছিলেন আধিকারিক কিন্তু কথা কথাই থেকে গেল আজ অব্দি এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। সোমবার পবিত্র ইদুজ্জোহা উপলক্ষে জগাইবাড়ি কবরস্থান উন্নয়ন কমিটির কর্মকর্তাগণ এলাকার লোকজনদের নিয়ে কবরস্থানে জিয়ারত করার জন্য যান। তারপরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিযোগ করেন তারা। তাদের দাবি অবিলম্বে এলাকার মাননীয় বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, জম্পুইজলা মহকুমা শাসক, জম্পুইজলা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এই বাউন্ডারি ওয়াল প্রদানে কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করলে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং সংখ্যালঘু মন্ত্রীর নিকট যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিবেন বলে জানিয়েছেন তারা। পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব শাহ আলম এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কবরস্থান উন্নয়ন কমিটির কর্মকর্তাগণ। তবে অবিলম্বে এই বিষয়ে দপ্তর আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তারা। উপস্থিত ছিলেন আবু কাসেম মিয়া আবু তাহের মিয়া দিদার হোসেন মফিজ মিয়া প্রমুখ।

ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে সিপিএম কুৎসা রটাচ্ছে, অভিযোগ শাসক দলের নেতাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ জুলাই।। সিপিআইএম দলের নেতৃত্বদের কাছে আন্দোলন করার মত কোন ইস্যু নেই। এই অবস্থায় শাসকদলের কিছু সংখ্যক লোকেদের জড়িয়ে কুৎসা রটাচ্ছে সিপিআইএম দলের ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে। এ নিয়ে এলাকায় শোরগোল বাঁধার উপক্রম। খুব বিক্ষোভ, যেকোনো সময় ঘটতে পারে অঘটন। অভিযোগ মূলে জানা যায়, গত ৯ই জুলাই চাকমাঘটের এলাকাবাসীরা চাকমাঘাট পঞ্চায়েত, গোকুলনগর পঞ্চায়েত, পূর্ব লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তা নিয়ে চারজন কুখ্যাত ড্রাগস বিক্রেতাকে আটক করেছিল। ওই সময় এলাকাবাসীরা সহমতের ভিত্তিতে বিক্রেতাকে সালিশি সভা অনুষ্ঠিত করে পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এবার 'সিপিআইএম ত্রিপুরা'' নামক ফেসবুক পেইজে সুনীল দাস নামের এলাকার এক ব্যক্তিকে উপপ্রধান এবং অজিত দেবনাথ নামের এক ব্যক্তিকে পঞ্চায়েত সদস্য বানিয়ে লাল মার্কিং করে নেশা বিক্রেতাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এরকম ভুল তথ্য দিয়ে কুৎসা রটায়। এতে ওই দুই ব্যক্তি তাদের মান সম্মানের হানি ঘটে বলে জানায়। এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে গোটা চাকমাঘাট এলাকা সহ সিপিআইএম দলের মধ্যে কানাঘুষা চলছে। কারণ, সিপিআইএমের ফেসবুক পেইজে পোস্ট করা ভিডিওর গোটা তথ্যটাই ছিল ভুল। তাই ফেসবুক নির্ভরশীল সিপিআইএম দল তাদের পায়ের তলার মাটি খুজে না পেয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর জন্য তোর জোর চালিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে গোটা চাকমাঘাট সহ তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় খুব বিক্ষোভ। যে কোন সময় এই ক্ষোভ বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। আদতে সিপিআইএম দলের একাংশ নেতা নেতৃত্বরা ড্রাগস পাচারকারীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে কিনা এটাও সন্দেহের তালিকায় থেকে গেল। পরে এইসব ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শাসক দল সমর্থিত চাকমাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিনতি দেবনাথ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুনিল দাস সহ পঞ্চায়েত এলাকার সচেতন নাগরিকরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএম দলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেলিয়ামুড়া থানার কর্তব্যরত পুলিশ বাবুর বিরুদ্ধেও একরাশ খুব উগরে দেয় এলাকার এক প্রবীণ নাগরিক।।

পুলিশ বলান্টিয়ার বেতনের দাবিতে পশ্চিম জেলা শাসকের কার্যালয়ে যায়। ছবি ঃ নিজস্ব

স্বসহায়ক গ্রুপ নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশন এর উদ্যোগ দুই দিনব্যাপী পৌর নিগমের মেম্বারশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে সোমবার। দুদিন ব্যাপী এই কর্মশালার উদ্বোধন করলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত। উপস্থিত ছিলেন মেয়র ইন কাউন্সিল স্বপ্না সেন সরকার সহ অন্যান্যরা। এদের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত জানান, এর আগে এমন ভাবে দুদিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়নি কখনো। এইবারে প্রথম এই ব্যাপক আকারে এস এইচ জি গ্রুপের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি জানান আগে প্রায় তিনশোর কাছাকাছি এস এইচ জি গ্রুপ ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে ১১১৫ টি এস এইচ জি গ্রুপ রয়েছে এ এম সির আওতায়। কিভাবে এই গ্রুপ গুলিকে আরও শক্তিশালী করা যায়, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু গৃহপালিত পশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ জুলাই।। বিদ্যুৎ দপ্তরের খামখেয়ালি পনায় এক গবাদিপশুর মৃত্যু হল। ঘটনা সোমবার তেলিয়ামুড়া গৌরাঙ্গটিলা এলাকায়। সংবাদে প্রকাশ, তেলিয়ামুড়া গৌরাঙ্গটিলা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চৌমুহনীতে বিদ্যুৎ দপ্তরের একটা বিশালপ্রকার ট্রান্সফরমার দীর্ঘদিন যাবত কোন প্রকার বেরিকেট ছাড়া খোলামেলা অবস্থায় রয়েছে। এ নিয়ে বহু বার বিদ্যুৎ দপ্তরকে অবগত করা হলেও কোন হেলদোল নেই তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ দপ্তরের। আজ অর্থাৎ সোমবার একটি গবাদি পশু সেই বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে লেগে ঘটনাস্তলেই মারা যায়। এই বিষয়ে এলাকাবাসীর তীব্র ক্ষুভ দেখা দেয়। যদিও এই ট্রান্সফরমারে ব্যারিকেড দেওয়ার জন্যে বহুবার এলাকাবাসীদের তরফ থেকে বিদুৎ দপ্তরকে বলা হলেও কোন ব্যাবস্থায় গ্রহণ করেনি বিদ্যুৎ দপ্তর। আর দপ্তরের এই গাফিলতিতে এক অবলা প্রাণীর মৃত্যু হল। এইবার দেখার একটি অবলা প্রাণীর মৃত্যুর পরে টনক নড়ে কিনা দপ্তরের।

সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া কখনও রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যাতে রাজ্যেই কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় সে দিশায় কাজ করছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে দেশ বিদেশের বিভিন্ন বিনিয়োগকারী সংস্থাকে রাজ্যে বিনিয়োগ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার বিষয়ে রাজ্য সরকার কাজ করছে। আজ আইটি ভবনে 'ব্যাসিজ' ফাণ্ড সার্ভিসের অপারেশন সেন্টারের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘকাল ধরে রাজ্যবাসী দেখেছে যে রাজ্যের প্রতিভাবান ছেলেমেয়েরা রোজগারের আশায় বহির্রাজ্যে চলে যেত।

সেখানে গিয়ে তারা নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অর্থ উপার্জন করত। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের রাজ্যেই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। সেই লক্ষ্যে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে 'ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা' শীর্ষক এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সম্মেলনে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেশ বিদেশের বিভিন্ন বিনিয়োগকারী সংস্থাকে রাজ্যে বিনিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। রাজ্য সরকারের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে শুধুমাত্র আইটি সেক্টরেই এখন পর্যন্ত ৮টি সংস্থা রাজ্যে বিনিয়োগ করার জন্য এসেছে। এরমধ্যে ব্যাসিজ ফাণ্ড সার্ভিস অন্যতম একটি। আগামীদিনে এমন আরও সংস্থা রাজ্যে বিনিয়োগ করার জন্য আসবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশাব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যাসিজ ফাণ্ড সার্ভিস রাজ্যে তাদের অপারেশন সেন্টার খোলার ফলে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের একটা সুযোগ স'ষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া কখনও একটি রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের উন্নয়ন ছাড়া কোনও কিছু ভাবেন না। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নেও প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে 'ব্যাসিজ' ফাণ্ড সার্ভিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আদিত্যপুরম শেষাদ্রিনাথ বলেন, গত বছরের ডিসেম্বর মাসে ত্রিপুরায় আয়োজিত 'ইনভেস্টমেন্ট ত্রিপুরা' সামিটের বিজ্ঞাপন দেখেই সংস্থা এখানে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট পরিষেবা, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা রয়েছে যা বিনিয়োগের জন্য আদর্শ। 'ব্যাসিজ' ফাণ্ড সার্ভিস একটি বিশ্বব্যাপী কোম্পানি। ত্রিপুরায় ব্যাসিজ ফাণ্ড সার্ভিসের অপারেশন সেন্টার চালু হওয়ার ফলে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের নতুন পথ খুলে গেল।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব অভিষেক চন্দ্রা, অধিকর্তা ডঃ নরেশ বাবু প্রমুখ।

সিআইটিইউর প্রতিষ্ঠা দিবস রাজ্যেও পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। সোমবার রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ৪১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানটি হয় পুরানো মোটর স্ট্যান্ডে। প্রতিষ্ঠা দিবসের অঙ্গ হিসেবে এদের মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় বৃক্ষরোপন করা হয়। সিআইটিইউর অন্তর্ভুক্ত ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ৪১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস আজ রাজ্যে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আগরতলার পুরানো মোটর স্ট্যান্ডে মূল অনুষ্ঠানে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। শহীদদের প্রতি স্মৃতিচারণ করে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন নেতৃবৃন্দ। আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য স্থানে এদিন সিআইটিইউর ৪১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়েছে। আগরতলায় পুরনো মোটরস্ট্যান্ডে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিটুনেতা অমল চক্রবর্তী বলেন বর্তমান বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের আমলে গণতন্ত্র বিপন্ন। মোটর শ্রমিকদের ওপর এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নানাভাবে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। সিট্যু ভুক্ত শ্রমিকরা মুখ খুললেই তাদেরকে লাইন আউট করে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের ওপর ও গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ প্রতিনিয়ত সংঘটিত করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সময় এসেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সিট্যু নেতা অমল চক্রবর্তী বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে পরিবহন শ্রমিকদের ওপর যেভাবে ফ্যাসিস্ট সুলভ আচরণ করা হয়েছে তা সভ্য দেশে , সভ্য সমাজে কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে আজ মোটর শ্রমিকরা শপথ গ্রহণ করেছেন বলেও জানান তিনি। আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ৪১ তম প্রতিস্টা দিবস নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়েছে।

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া গান্ধীকে ২১ জুলাই তলব ইডি-র

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.) : ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে নতুন করে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আগামী ২১ জুলাই ইডি দফতরে সোনিয়াকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এর আগেও কংগ্রেস সভানেত্রীকে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হতে পারেননি রাজীব-পত্নী। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় গত ২৩ জুন সোনিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছিল ইডি। তার আগে ৮ জুন কংগ্রেস সভানেত্রীকে এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়। কিন্তু কোভিড সংক্রমণের কারণে সেই সময় ইডি দফতরে হাজিরা দিতে পারেননি তিনি। পরে হাজিরার তারিখ কয়েক সপ্তাহ পিছনোর অনুরোধ করে ইডি দফতরে চিঠি পাঠান সোনিয়া। ইডি-কে পাঠানো চিঠিতে কংগ্রেস সভানেত্রী জানান, সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হওয়ার কারণে তাঁর শরীর অসুস্থ এবং ফুসফুসেও সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। তাই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত ইডি দফতরে হাজিরা থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন।

নেশা কারবারি পিতা ও পুত্রকে পুলিশে দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ জুলাই।। ড্রাগসের করাল গ্রাসে আসক্ত গোটা যুবসমাজ। অপরদিকে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে ড্রাগস।বাজার ব্যবসায়ী এবং এলাকার সচেতন জনগণ নাগরিক দোকান ভাঙচুর করে কুখ্যাত ড্রাগস ব্যবসায়ী পিতা এবং পুত্রকে ধরিয়ে দিল পুলিশের হাতে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন তেলিয়ামুড়া বাজারে সোমবার দুপুরে।

এদিকে পুলিশের ঢিলে ঢালা ব্যাবস্থার কারণে ড্রাগসের রমরমা বাণিজ্য তেলিয়ামুড়া জুড়ে অথর্বের ভূমিকায় পুলিশ প্রশাসন।

খবরে প্রকাশ, দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত ড্রাগসের করাল গ্রাসে ধ্বংসের পথে তেলিয়ামুড়ার যুবসমাজ। প্রকাশ্য জাতীয় সড়কের পাশে দোকানে পিতা পুত্র মিলে ড্রাগসের অবৈধ ব্যাবসা করে চললে ও কোন হেলদোল নেই পুলিশ প্রশাসনের। বহুবার এলাকাবাসী আটক করে তাদের থানায় দিলেও কিছুদিন বাদেই কোনোক্রমে পার পেয়ে যাচ্ছে তারা। ফলে থানা থেকে বেরিয়ে পুনরায় এই অবৈধ ব্যাবসা জারি রাখছে পিতা জহর সাহা ও পুত্র অজয় সাহা। সোমবার এক যুবকের কাছে ড্রাগস বিক্রি করার সময় হাতে নাতেই সেই পিতা পুত্র এবং সেই যুবককে আটক করে আশেপাশের ব্যাবসায়ী সহ সচেতন জনগণ। তাদেরকে উত্তম মধ্যম দেয় এবং সেই দোকান ভাঙচুর করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এদিকে প্রশ্ন থেকে শুরু করে দিয়েছে, থানার আড়াইশো মিটার দূরে রমা রম ড্রাগসের ব্যবসার চালিয়ে থাকলেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাতে কি বলা যেতে পারে তেলিয়ামোড়া থানের পুলিশের সাথে কোন গোপন সম্পর্ক হয়েছে। তবে তেলিয়ামুড়া থানের ওসি দায়িত্ব ভার সামলাতেই গোটা তেলিয়ামুড়া জুড়ে ড্রাগসের ব্যবসা তীব্রতর আকার ধারণ করেছে।এদিকে আরও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে, অবৈধ মাদপ কারবারিরা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেলিয়ামুড়া শহরে। এদিকে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি কতটুকু ওনার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে তা হাতেনাতে প্রমাণ।তবে এখন দেখার তাদের উপযুক্ত শাস্তি হয় কিনা, নাকি থানা বাবুদের মুন্সিয়ানাতে এবারও পার পেয়ে যাবে ওই নেশা কারবারি পিতা পুত্রকে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।